প্রকাশকের কথা

লোকায়তিক পত্রিকায় কবি ভবতোষ শতপথীর 'শিরি চুনারাম মাহাত' ও 'অরণ্যের কাব্য' কবিতা দুটি পড়ে আমি কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠি। তাঁর লেখার ঢঙ ও বলিষ্ঠতা এবং শ্রেণী অবস্থান আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ক'রে তোলে। তাই সুযোগ পেয়ে তাঁর ঝাড়গ্রামের বাড়িতে ছুটে যায় বেশ কয়েকবার। বাহান্ন বছর বয়সেও ভবতোষদা একেবারে তারুণ্যে ভরপুর—প্রাণ খুলে হাসতে পারেন, অনর্গল কবিতা বলে যান—একেবারেই জাত-কবি। এমন বাড়িও আমি দেখিনি যে শুধুমাত্র কবিতা লিখেই যে মানুষটা দিন-কাটায় তাঁর উপর পরিবারের প্রত্যেকেই শ্রদ্ধাশীল ও আশাবাদী। অবশেষে এ কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ করতে করতে প্রয়াসী হই। আশা করি, ভবতোষদার কবিতা বাংলার বিপ্লবী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে।

সমগ্র কবিতাগ্রন্থটিকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দুটি পর্বে প্রচলিত বাংলা কবিতা এবং পরের দুটি পর্বে আঞ্চলিক বাংলা কবিতা; শেষে কবি-পরিচিতি। প্রথম পর্ব 'জল পড়ছে'—এই পর্বে তাঁর টুকরো কবিতা-গুলো। দ্বিতীয় পর্ব 'অরণ্যের কাব্য'—এই পর্বে ওঁনার ধ্রুপদী রীতিতে লেখা দীর্ঘ কবিতা 'অরণ্যের কাব্য'। তৃতীয় পর্ব 'শিরি চুনারাম মাহাত'—এই পর্বে তাঁর আঞ্চলিক বাংলায় লিখিত টুকরো কবিতাগুলি। এই পর্বে কিছু ঝুমুর গানও সংযোজন করা হয়েছে। চতুর্থ পর্ব 'টেমনা মঙ্গল'—বর্তমান সমাজের নপুংসকতার বিরুদ্ধে ওঁনার দীর্ঘ আঞ্চলিক কবিতা 'টেমনা মঙ্গল'।

পশ্চিমবঙ্গের মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়া), পশ্চিম-মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম-বর্ধমান এবং বিহারের ধলভূম ও সিংভূম জেলার প্রায় চার কোটি আদিবাসী মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তাকে 'আঞ্চলিক বাংলা' বা 'ঝাড়খণ্ডী বাংলা' বলা হয়। এই ভাষার রূপ ও রঙ গঙ্গা তীরবর্তী মানুষজনের 'বাংলা ভাষা'র মত নয়। কারণ এ 'বাংলা ভাষা'র বিবর্তন ও সম্প্রসারণে আছে অষ্ট্রিকি (মূলতঃ সাঁওতালি ও মুণ্ডারী) ভাষার প্রাদুর্ভাব। তাই ভাষাটির ক্রম-বিবর্তনের ফলে উচ্চারণেরও অমিল লক্ষ্যণীয়। এই ভাষার স্বাদে ও সৌরভে একটা আদিমতার স্বাদ আছে। আর এই অঞ্চলেও মানুষজন তাদের নিজস্ব রুচি-ভাবনা ও পরিবেশ মত সর্বসাধারণের জন্যই

সাহিত্য রচনা ক'রে ভাষাটিকে আরও বিবর্তিত করেছে। এখানকার প্রতিটি মানুষই কম-বেশী সংস্কৃতিপ্রবণ। তবে গভীর দুঃখের কথা, এখানকার সাহিত্য, কবিতা ও গান যেমন নিভৃতে ফোটে, তেমনি নীরবে ঝড়েও যায়। তাই ভবতোষ শতপথীর গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এখানেই।

যাঁদের সাহায্য না পেলে এ প্রকাশ সম্ভব ছিল না, তাঁরা হলেন পার্থ রায়, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়, অসিত রায় ও পূর্ণব্রত মিত্র। শ্রদ্ধেয় কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য ভূমিকায় যেভাবে ভবতোষ শতপথীর কবিতার মর্মবস্তু ও শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণ করেছেন তাঁকে দু'হাত তুলে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। অসিতদা কবি-পরিচিতি সুন্দর ছান্দিকভাবে সাজিয়ে এবং মুদ্রণ-কালিন সময়ে সর্বদা ভবতোষময় পরিবেশ তৈরী ক'রে কাজটাকে যেভাবে সাহায্য করেছে—তাঁকে ভুলব না। আঞ্চলিক কবিতার টিকা লিখে ও প্রুফ দেখে সাহায্য করেছেন বিনয়কুমার মাঁহ্‌ত ও ধীরেন্দ্রনাথ বাসকে—তাঁদের কাছে আমি ঋণী। সব শেষে ঋণ স্বীকার করি কবি শঙ্খ ঘোষ ও কবি কমলেশ সেনের কাছে—যাঁরা অলংকরণে সাহায্য ক'রে আমার প্রচেষ্টাকে সম্ভব করেছেন।

তবে কিছু ভালো কবিতা দেওয়া গেল না ব'লে আমি দুঃখিত এবং যেহেতু গ্রন্থের যাবতীয় ভুল-ত্রুটির দায় ও দায়িত্বও আমার—তাই কবি ও পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

মুখবন্ধ

অন্তর্গত বিস্ময় ও বেদনার শ্রেণীগত খরস্রোতে বাংলা কবিতা পরস্পর বিরোধী দুটি সত্তায় বিচিত্রগামী, নানা শাখায় নানা চিত্ররূপময়তায় ভ'রে উঠেছে। বাংলা কবিতার এক হাজার বছরের ইতিহাস ক্রমাগত শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস। চর্যাপদ থেকে ভবতোষ শতপথী পর্যন্ত এই সশব্দ সংগ্রাম ইতিহাসে দুটি শ্রেণীসম্পর্ককে স্পষ্টভাবে বিভক্ত ক'রে দিয়েছে।

তাই সাহিত্যের ইতিহাসে দু'শ্রেণীর কবিতা প্রধানত লক্ষ্য করা যায়। প্রথম শ্রেণীতে নিপীড়িত মানুষের জীবনসংগ্রাম ধ্বনি ও চিত্রকল্পবর্ণমালায় আগুনের অক্ষরে প্রকাশিত হয়। মানবমুক্তির সেই বাণীময় উল্লাস যুগে-যুগান্তরে মানুষের সংঘর্ষময় জীবনযাপনের তাৎপর্যকে রূপ দেয়। শ্রেণীঘৃণায় মহিমান্বিত সেই কবিতার বলিষ্ঠ ধারায় ভবতোষ শতপথীর কবিতাও সসম্মানে যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা শোষক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় সাধারণ মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে নষ্ট করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এই তথাকথিত বিশুদ্ধ এবং নিরপেক্ষ কবিতায় উপসত্ত্বভোগী কবিদের লেখনী লাম্পট্য মায়াচ্ছন্ন ভাষায় রচিত হয়। সমাজ রূপান্তর ব্যতীত এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক জঞ্জাল থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় নেই। খাঁটি কবিতা মানেই অব্যাহত মুক্তিসংগ্রাম। বর্তমান বাজারি কবিতার অরাজক পণ্যসমুদ্রে ভবতোষ শতপথীর কবিতা প্রদীপ্ত আলোকস্তম্ভ।

তাঁর কবিতা গত তিন দশকের উপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। মূল বাংলা ভাষার পাশাপাশি তিনি আঞ্চলিক উপভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর স্বাভাবিক রচনারীতি আমাদের গোবিন্দ দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বচ্ছ জলস্রোতের মত তাঁর কবিতা। কোথাও কোথাও ঘূর্ণি বা বাঁক আছে। কিন্তু সুগভীর প্রবাহে তাঁর কবিতা আমাদের দ্বন্দ্বময় সম্পদ হয়ে উঠেছে।

সব রকমের শোষণ, সামাজিক অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছেন। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে যে কোন একটি পক্ষ অবলম্বন করে লিখতে হয়। সচেতন বা অর্ধসচেতনভাবে। তিনি নির্বিচারে শোষিত মানুষের পক্ষ নিয়েই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর শ্রেণীগত অবস্থান তাঁর কবিতাকে রাজনৈতিক

প্রচার পুস্তিকায় পরিণত করেনি। কারণ গভীর জীবন-অধ্যয়ন ও রূপায়ন-কলাসিদ্ধি তাঁর কবিতাকে তাৎপর্যময় করে তুলেছে। তাঁর কবিতায় শক্তি ও লাবণ্যের সমীকরণ ঘটেছে। তাঁর কবিতার একটি বড় গুণ তা অত্যন্ত সহজ ও সর্বজনবোধ্য। গণজীবনের প্রাত্যহিক সংগ্রাম থেকে তাঁর কবিতার শব্দ ও চিত্রকল্প উঠে এসেছে। ভারতবর্ষের আর্থ-রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রধান দ্বন্দ্ব কৃষক শ্রেণী ও সামন্ত বা কুলাক শ্রেণীর মধ্যে। এই মূল দ্বন্দ্বকে তিনি কবিতায় ধরেছেন। শহুরে কবিরা এই প্রধান দ্বন্দ্বটিকে ধরতে পারেন না বলে তাঁদের কবিতা জনজীবনের মূল সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে তাৎক্ষণিক চিত্তবিনোদনের সামগ্রীতে পরিণত হয়। ভুল রাজনৈতিক চিন্তায় কখনো মহৎ শিল্প রচিত হতে পারেনা। কাজেই ভবতোষবাবুর কবিতা অন্যান্য কবিদের কাছে আদর্শ।

তাঁর একটি কবিতার দুটি পংক্তিতে তাঁর কবিতা রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন—

নীচের মহলে দৃঢ় জনমত
গঠন করবো গেঁয়ো ভাষায়।

তাঁর কবিতার একটি বিশিষ্ট অংশ এই 'গেঁয়ো' ভাষায় রচিত।

ভবতোষবাবুর আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত কবিতাবলীতেই অবহেলিত জীবনের বেদনার কথা রচিত হয়েছে। তাঁর 'ঢেম্‌না মঙ্গল' কাব্য সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। শোষক শ্রেণীর প্রসাদপুষ্ট বিত্তবানদের মসৃণ জীবন-রীতিকে আক্রমন করে এই কাব্যের অধিকাংশ কবিতা রচিত হয়েছে। এই 'ঢেম্‌না' গ্রামের ঝোপঝাড় থেকে শহরের আনাচে-কানাচে আশ্রয় নিয়েছে—

এতদিন যে লুকাঞ ছিল্‌হিস
গাঁয়ের ঝপে ঝাড়ে
বল্ না কেনে পালাঞ আলিস্
চক্‌চক্যা শহরে।

নির্বিষ সাপের বক্রগতিকে সুখী নাগরিক জীবনের ছন্দ-রূপে গ্রহণ করে শাণিত কলমে কবি তাকে আক্রমন করেছেন—

ঢেম্‌নারে তর্ ঢেম্‌নামিটা
বুইঝ্‌ল দেশের লকে
বিষ নাঞখে যার কি হবেক আর
কামড়ালে হামাকে।

কিন্তু এই সামাজিক সংকটের দিনে ঢেম্‌না শ্রেণীর আধিপত্যকে শিরোধার্য করে গরীব লোকেরা বেঁচে থাকে। কিন্তু মনে প্রাণে তারা যে ঢেম্‌নাদের ঘৃণা করে—সেই শ্রেণী ঘৃণাকে তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন—

দেইখ্‌ছি টাট্‌কা কলিকাল
দমে দামে বিকাছেরে
চিকনঅ ঢেম্‌নার ছাল।

আধিবিত্তক পদ্য রচনায় যে অস্পষ্টতা ও বক্তব্যহীনতা ভাষার কারসাজিতে শব্দাবলীকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে সেই অনির্বচনীয় নান্দনিক চালাকি তাঁর কবিতায় খুব সঙ্গত কারনেই অনুপস্থিত। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন—

নিজের ছানা, পরের ছানা,
সব ছানাকে বলি
ধুলেই আঙরা ধব্‌অ নায় হয়
বাঢ়ে বেদম কালি।

কয়লাকে ধুয়ে নিলে যেমন শাদা হয় না তেমনি শোষক শ্রেণীর চরিত্রও কখনো বদলায় না, শুধু তাদের কৌশল পাল্টায়।

মানুষ চুষেও মানুষ বাঁচে, কার যে কনটা দেশ।
বুইঝতে লারি গগায় মরি! কবে হবেক শেষ?

কিন্তু আপাতত এই শ্রেণী নির্মম আধিপত্যে পুঁজির নাগরদোলায় চেপে—

সুখের লাগর লহর পহর গাহিইছে রসের গান।

এবং এই গানেই বাজার মাত্‌ হয়ে আছে। কিন্তু এই সাময়িক নাগরসংকীর্তনের অবসানে নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে—এই তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তাঁর অধিকাংশ কবিতা আগামী দিনের ইতিবাচক ইস্তাহার রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

আমাদের চারদিকে শুধু দিনযাপনের গ্লানির যে অন্তর্নিহিত হাহাকার তার চিত্ররূপ তাঁর কবিতায় বিনা অলংকারে ফুটে উঠেছে।

দরমরা দিন, রকৃত ঝরা রাত
হাভাত ঘরের ভঁথায় গালে হাত
উপাস দিচ্ছে জুয়ান বহুবিটি
খরায় মরা মানুষ, মুলুক, মাটি।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের সমগ্রতা যেমন সমস্ত আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে এক বিশাল জীবনের মহাকাব্য রচনা করে, তেমনি ভবতোষবাবুর কবিতাও দক্ষিণবঙ্গের পাহাড়ী ও অরণ্য অঞ্চলকে বাণীরূপ দিয়েছে। এবং ক্রমশ সমস্ত অঞ্চল অতিক্রম করে এক কঠিন সংগ্রামশীল মহৎ মনুষ্যত্বের প্রবাহকে আমাদের সামনে উন্মোচিত করেছে। তাঁর কবিতায় বনের মানুষ আমাদের মনের মানুষে পরিণত হয়েছে। এই জীবনকাব্যে আমরা আমাদের প্রত্যহের বাণীময় স্তব্ধতাকে খুঁজে পাই।

দক্ষিণবঙ্গের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাকে তিনি সযত্নে তাঁর কবিতায় রূপ দিয়েছেন। অরণ্য ও পাহাড়ের গান আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। স্থানীয় আদিবাসীদের জীবনচর্যা, তাদের দিনযাপনের খুঁটিনাটি বিবরণ, তাদের অপরিসীম দারিদ্র্য সবই তাঁর কবিতার উপজীব্য। তাঁর "আঞ্চলিক কবিতা" গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতায় আদিবাসীদের জীবনোপকরণ গৃহীত হয়েছে। অরণ্যচারী মানুষের রূপ এসব কবিতার সম্পদ।

গর্জেঁ্য উইঠ্ছে পাহাড় ডুংগ্রী
গতরখাটা গাঁ!
গর্জেঁ্য উইঠ্ছে হেলকা বাঁকার
দখ্যল ছাড়া ছা!

পাহাড়ী মানুষের মর্মান্তিক বেদনা তাঁর কবিতায় স্তব্ধ হয়ে আছে—

সউব হারায়েঁ কাঁইদ্ছে মানুষ
পাহাড় ডুংগরী বন
শুথ্না ঠুঁঠে বস্যেঁ কাঁইদ্ছে
বিহালী যৌবন।

বন পাহাড় পেরিয়ে সেই কান্না ভবতোষবাবুর কবিতার সঙ্গে শহরে আমাদের বুকে এসে লাগে। আবার কখনো তিনি পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে ভোটের রাজনীতিকে তীব্র ভাবে আঘাত করেন—

আইস্ছে যাছে মানুষ গিলা—
ভটের বাজার লোটের খেলা।

এই নোটের খেলাতেই সংসদীয় রাজনীতি সীমাবদ্ধ হয়ে মানুষকে ক্রমশ মনুষ্যত্বহীনতার দিকে নিয়ে চলেছে। তবু কবি গভীর আত্মবিশ্বাসে বলেন—

দেশী খুথ্ড়া, বিলাতি ডাক্—ডাইক্তে পারব নায়ঁ।

কিন্তু উপসত্ত্ব ভোগীরা দেশি মুরগী হয়েও বিলাতি ডাক ডাকতে পারে— কেবল গরীবরা পারে না।

দক্ষিণবঙ্গের বিশাল অঞ্চলকে কবিতায় অন্তর্ভুক্ত ক'রে তিনি বাংলা কবিতার পরিধিকে অনেক সম্প্রসারিত ক'রে দিয়েছেন। প্রায় চার কোটি মানুষের মুখের ভাষাকে তিনি কবিতায় এনেছেন। তবে তাঁর আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার কোনো কোনো জায়গায় আমি বুঝতে পারিনি। তাতে অবশ্য কবিতার অন্তর্বস্তু আবিষ্কারে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।

তাঁর শিরি-চুনারাম মাঁহ্‌ত কবিতায় চুনারামের জীবনকাহিনীতে গ্রামের গণজীবনের আলেখ্য রচিত হয়েছে। এই প্রতিনিধি-স্থানীয় কবিতাটি চুনারামের ব্যক্তিগত জীবন ভাষ্যে আদিবাসীদের জীবনের মর্মকথাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে 'কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি' বলেছিলেন ভবতোষ শতপথী সেই কবি। তিনি জীবনে জীবন যোগ ক'রে আদিবাসীদের রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড রচনা করেছেন।

তাঁর অধিকাংশ কবিতায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী অঞ্চলের গ্রামীন জনসাধারণের জীবনের প্রাত্যহিক উপকরণ ছড়িয়ে আছে। যাঁরা আঞ্চলিক ইতিহাসের গবেষণায় মগ্ন তাঁরা এইসব কবিতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আঞ্চলিক ইতিহাসে মূল্যবান সংযোজন ঘটাতে সক্ষম হবেন। ভবতোষবাবুর কবিতাই আদিবাসীদের ইতিহাস। তিনি বাংলা কবিতায় আঞ্চলিক কবিতার একটি 'স্কুল' তৈরী করে দিলেন। আদিবাসীপ্রাণিত গ্রামজীবনের ঐশ্বর্যকে অন্যান্য তরুণ কবিরা ভবতোষবাবুকে অনুসরণ করে কবিতায় রূপ দিতে পারবেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর গুজরাট নগর পত্তনের বর্ণনা থেকে যেমন মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস রচিত হতে পারে, ভবতোষবাবুর কবিতা থেকেও তেমনি অবহেলিত আদিবাসীদের জীবনসংগ্রাম কাহিনী, তাঁদের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করা যায়। তাঁর কবিতা আঞ্চলিক ইতিহাসের দলিল চিত্র।

বাংলা ভাষার মূল কাব্যধারার সঙ্গে ভবতোষবাবু রচিত শব্দময় অরণ্য-স্রোত যুক্ত হ'য়ে কবিতায় একটি বলিষ্ঠ প্রভাব রচনা করেছে। ইতিমধ্যেই অনেক কবি ভবতোষবাবুর প্রেরণায় আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনায় মন দিয়েছেন। তবে এ কাজ শিক্ষিত শহরবাসীদের নয়। যাঁরা 'শৌখিন মজদুরি' করবেন তাঁরা কবিতায় ও জীবনে আবর্জনার মতই পরিত্যক্ত হবেন। ভবতোষবাবুর মত যাঁরা জীবন ও কবিতাকে এক অনিবার্য রাসায়নিক পদ্ধতিতে আত্মস্থ করেছেন তাঁরাই এরকম কবিতা রচনা করতে পারবেন। তখন কবিতা আর আঞ্চলিক থাকবে না। তা সমগ্র বাঙালী সমাজের অন্তরের ইতিহাস রূপে প্রকাশিত হবে।

ভবতোষবাবুর কবিতা পড়লে উপলব্ধি করা যায় তিনি নিঃশব্দ শোষণ ও মর্মান্তিক দারিদ্র্যকে খুব কাছে থেকে দেখেছেন। গ্রামীন প্রকৃতি ও পরিজনের অন্তরঙ্গ পরিচয় সহ সেই ভয়াবহ রূপ শব্দে ও চিত্রকল্পে গ্রথিত হয়ে আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রাম আজ মুক্তির প্রতীক্ষায় থর থর করে কাঁপছে। তাদের আগ্নেয় রূপ তাঁর কবিতার ফাঁকে ফাঁকে লেলিহান শিখায় ফুটে উঠেছে।

জীবনের দ্বন্দ্বময় রূপ নির্মানের ক্ষেত্রে তাঁর শেষের দিকের দীর্ঘ কবিতা 'অরণ্যের কাব্য' এখনো অসমাপ্ত বলে মনে হয়।

আমি দেখি বিশ্বরূপ নিঃস্ব মানুষের মাঝখানে
সীমাহীন বিষাদের ছায়াচ্ছন্ন নিষাদ-নির্জনে।

তাঁর বিশ্বরূপদর্শন এখনো শেষ হয়নি। কোনো কবির ক্ষেত্রেই তা শেষ হয়না। কারণ শিল্প আমাদের প্রবহমান মহাজীবনের কাছে অত্যন্ত ঠুনকো প্রচেষ্টা মাত্র। তবুও প্রবাহের পর প্রবাহে রচিত এই অরণ্য কাব্য তানপ্রধান ছন্দে নির্মিত হ'য়ে সমগ্র দেশ কাল ও জনজীবনের উন্মুখর জীবন-মহিমাকে রূপ দান করছে। সত্যবাদী কবির লিখতে লিখতে মনে হয়েছে—"মহান মিথ্যুক ছাড়া টিকে থাকা যাবেনা একালে।" কিন্তু উনিশ শতকে নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন—"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" তাই ভবতোষবাবুও কালের সাক্ষী ও শিক্ষক রূপে বাংলা কবিতার চিরস্থায়ী সম্পদ রূপে গৃহীত হবেন। প্রচারবিমুখ প্রত্যন্তবাসী এই কবিকে একদিন গ্রামবাংলার এবং শহরের মানুষ সাদরে বরণ করে নেবেন। তাঁর কবিতা এখন মেদিনীপুরের আঞ্চলিক সীমা ছাড়িয়ে সাধারণ মানুষের জীবনকে স্পর্শ করছে। তাঁর কবিতার পংক্তি ঝাড়গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা হয়। একদিন তাঁর কবিতা মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের দেওয়ালেও রক্তের অক্ষরে জ্বলে উঠবে। কারণ তিনি নিপীড়িত মানুষের জীবন-বাণীকে গভীরভাবে উচ্চারণ করেছেন। সেই জন্যই তাঁকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। তিনি যেন আমাদের জীবন মহাকাব্যের মহৎ ভাষ্যকার রূপে চিরবন্দিত হন। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত আত্মবিশ্বাসে আমরাও যেন বলতে পারি—

বাপের বেটা বটি
টাঙি উঁচায় বাঁচ্যেএ থাইক্‌ব
যদিন বাঁচ্যেএ আছি।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

শোষিত জনগণের উদ্দেশ্যে

সূচী

১

জল পড়ছে / ১-৩২

২

অরণ্যের কাব্য / ৩৩-৫৪

৩

শিরি চুনারাম মাঁহ্ত / ৫৫-৮

৪

ঢেম্‌না মঙ্গল / ৯৭-১০৬

১

জল পড়ছে

জল পড়ছে

এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা!
সারাটা রাত জল পড়ছে ; পাতা নড়ছে না।
অনেক শ্রাবণ পেরিয়ে গেল, উথালপাথাল ঝড়
গুঁড়িয়ে দিল বাঁশের বেড়া, উড়িয়ে নিল খড়।

আমি হ'লাম ছন্নছাড়া, ছেড়ে নিজের গ্রাম
ছিলাম হারু, হলাম হরেন—বদলে গেল নাম।
দুঃসময়ে শহর আমায় দিয়েছে আশ্রয়,
দু'তিন টাকার দিন মজুরী, আত্ম-পরিচয়।

অনেক দুঃখে রাতারাতি হলাম দেশান্তর,
রইল পড়ে বাস্তুভিটে, করুণ কুঁড়েঘর।
কাজের ফাঁকে যখন তখন উড়নচণ্ডী মন,
সে সব স্মৃতি স্মরণ করে ক'রছে জ্বালাতন।

আমের মুকুল, মহুয়া ফুল, রাতের ঝুমুর গান,
মরণ বাঁচন, নাড়ীর বাঁধন দেশের মাটির টান।
এমন ঘরে জন্ম দিলি, কেন আমার মা!
সারাজীবন ঘুরে ঘুরেও শান্তি পেলাম না।

বেশ করেছি

বেশ করেছি, সব বেচেছি
বাঁচার তাগিদে।
শেষ সম্বল ভালোবাসা,
বেচবো নগদে।

টিপ দিয়েছি, সই করেছি
দু'পিঠ দলিলে।
জানিয়ে সেলাম, সামিল হলাম,
মস্ত মিছিলে।

সুখের মুখে ছাই দিয়েছি
দুঃখের দায় ভাগ ;
এই জীবনের প্রতি আমার
অন্ধ অনুরাগ ;

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
আমার তাতে কি ?
শূন্য ঘরে অন্ধকারে—
একলা বসেছি।

নিসর্গ ঝাড়গ্রাম

শোচনীয় শালবনে আলু-থালু টিলার আড়ালে,
লোধা ললনার কণ্ঠে,—ক্ষুধিত দিনের পদাবলী।
মাথায় কাঠের বোঝা, নবজাত শিশুটি আঁচলে,
মহুয়া ডালের সাথে, মলিন লতার কোলাকুলি।

লাল, নীল, ঘাসফুলে বিজড়িত ধুলোর শপথ
পায়ে পায়ে দলে যায়, ঘর-ছাড়া উদাস পথিক।
দুখিনী খালের পারে সেই গ্রাম, গ্যাছে কোন পথ ?
বহুদিন পরে এসে, মনে নেই, যাবো কোন দিক।

কপোত শিকারী আসে, চুপি চুপি তীর ধনু হাতে,
পাহাড় ডুংগরীর ধারে ঘাম ঝরা নিদাঘ দুপুরে !
মাথায় বেসাতি নিয়ে যুবতী চলেছে দূর হাটে
বেহুলা মাঠের বাঁশী বেজে উঠে বেহাগের সুরে।
আদিবাসী রূপসীর লাল জবাফুলের খোঁপায় !
ঝরে পড়ে রাঙা রোদ ! বর্ণময় বেলা ডুবে যায় ॥

ছড়া

ফিরে যা বাউণ্ডুলে বর
মেয়েটা সঙ্গে যাবে না।
শরীরে তৃষ্ণা সহ জ্বর
অসুখে নিষেধ মানেনা।

ধুঁকছে গোমরামুখো বাপ,
ভাইটা যাবজ্জীবন জেল,
বোনটা মানুষ চেনেনা—
ভাগ্যে ভানুমতীর খেল্

বলছি, শান্তিপুরে যা
সেখানে, সুস্থ পরিণাম
এখানে, শান্তি পাবি না
ঝরবে, অশ্রু-রক্ত-ঘাম।

মেজাজে আজব কথা কয়
শুনেছে মোড়ল দাদার বউ
এ পাশে এমন পুরুষ নেই
মেয়েকে জব্দ করে কেউ।

মেয়েটা

মেয়েটার মা মরেছে অনাহারে
বাপ মরেছে জেলে,
কপালগুণে বর জুটেছে
বিশ্ব বাউণ্ডুলে।

সারাটা দিন টো-টো করে
হরেক রকম পেশা,
দিনের বেলায় ধান্দাবাজি
রাত্রে মদের নেশা।

যায় না জীবন, হয় না মরণ
বেঁচে থাকার জ্বালা,
বিশ বছর বয়সের বিষে
জীবন ঝালা-পালা।

ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে
দিন আসে, দিন যায়,
মানুষ জনের মধ্যে থেকেও
ভীষণ অসহায়।

চলার পথে মেলামেশা
কে আপন ? কে পর ?
ভাবতে বসে সেই মেয়েটার
তৃষ্ণাসহ জ্বর।

মানুষ দেখে শুনে
পরপুরুষের সঙ্গে পালায়
রাত বারোটার ট্রেনে।

মেলা

আমন ধানের গন্ধ ম্-ম্ করে
কিষাণের ঘরে,
দুঃখিত ক্ষেতের খড় তুলে আনে
নিজস্ব খামারে,
মহুয়া মাতাল মন আন্‌চান্—
করে মাঝরাতে
নতুন কাপড় জামা এ'বছর—
আছে কি বরাতে ?
টুস্থু সংগীতের স্থুর হাটে-মাঠে-
ঘাটে কারা গায় ?
মকর পরব আসে, সাড়া জাগে—
পাড়ায় পাড়ায়,
মাধুরী মাহাতো আর চাঁপা
সরেনের পরিচয়
কোনদিন মুছে দিতে পেরেছে কি—
কুটিল সময়।

চাষীর পুরোনো ঋণ যেন দীন—
দ্রৌপদীর শাড়ি
যতো টানে তত বাড়ে, অযথা
নেহাত বাড়াবাড়ি
দুঃশাসন মহাজন, জের টানে—
খাতার পাতায়।
প্রাণাধিক ধান মেপে, খাতক ঘাতক
চলে যায় !

মকরের মুখরতা মোহিনী মেলায়
যাওয়া—আসা
বছরে একটি বার সকলের
সাথে মেলা-মেশা।
মানুষে মানুষে সেতু বন্ধনের
সফল প্রয়াস
দু'দিন আনন্দময়, বেদনা তো—
আছে বারো মাস।

দু'মাস নামাল খেটে দেহাতী যুগল
ফিরে আসে
কোমরে দু'কুড়ি টাকা, মহাজন—
মনে মনে হাসে
ডোরা কাটা লাল শাড়ি কিনে দিতে
নগদ ফুরায়
হৃদয় রাঙাতে গেলে, জীবনের
রং বদলায়।

মানুষের মেলা ভাঙে
মেলার মানুষ যায় চলে,
ভীড়-ভাঙা ভালো-লাগা
ভালোবাসা স্মৃতির অতলে।

আমরা

আমরা গড়বো সুস্থ সমাজ
ভাঙবো ভীরুতা কুসংস্কার
বিচ্ছিন্নতা বিভেদ বাঁধিয়ে
ভীরু দুর্বল হবো না আর।

আমরা ওড়াবো শ্বেত পারাবত
শান্তির দুত ভালোবাসায়
নীচের মহলে দৃঢ় জনমত
গঠন করবো গেঁয়ো ভাষায়।

আমরা পোড়াবো কুশপুত্তলি
কামুক কালের স্বৈরাচার
বলবো, লিখবো, সব খোলাখুলি
জাতি ধর্মের ধারি না ধার!

গ্রাম গ্রামান্তে গড়বো দুর্গ
যেখানে শোষিত মানুষজন
তুচ্ছতা থেকে উচ্চমার্গে
সংগ্রাম ক'রে উত্তরণ।

নগদ টাকায় গণ্যমান্য
লুকিয়ে রেখেছে লুঠের মাল
সমাজ করবো শোষণ শূন্য
আজ মরে আছি, বাঁচবো কাল॥

বিজ্ঞাপন

জীবনপুরের সেই মেয়েটা ভিক্ষুণী
অন্ধকারে প্রায় সকলেই মুখ চেনা
সুড়সুড়ি ছ্যায় অম্ল মধুর টিপ্পুনি
নিঝুম রাতে ঝুমুর শোনায় তালকানা।

বুকের বাসায় লুকিয়ে আসে বসন্ত
দখিন বাতাস বইছে ছুটো ফুসফুসে
ময়লা ঠোঁটে মুচ্‌কি হাসে ফুলওয়ালী
পয়সা দিলে ফুল পাওয়া যায় সব দেশে।

জাত সাপুড়ে বাজায় বিষের ডুগডুগি
ভীষণ নেশায় ছোবল মারে কেউটে সাপ
এই ছেলেটা, তোর নাম কি লখিন্দর ?
যুবতী বউ তোর কপালে জ্যান্ত পাপ।

কান্না-হাসির ঘর-কন্নায় ভাস্থর নেই
লজ্জাবতী ঘোম্‌টা দেবে কোন্ ছুখে ?
ডাইনে বামে নগদ টাকার উস্কানি
হৃদয় বাঁধা শহরতলীর সাতপাকে।

নামাঙ্কিত আংটি দেখায় আকাশটা
ছিঃ ছিঃ ছিঃ বলতে যাবো কার কাছে ?
স্যাকরা পাড়ায় মুক্তো নাকি সস্তা দাম ?
ছাদের ওপর চাঁদের আগুন লাগিয়েছে।

স্ফুলিঙ্গ

মন বসে না অন্য কোন কাজে
বুকের ভেতর পাগ্‌লা ঘণ্টি বাজে
নিঝুম রাতের জমাট্‌ অন্ধকারে
পাড়ায় আগুন, লাগ্‌লো ঘরে ঘরে।

দমকল এসেছে শহর থেকে
শুক্‌নো পুকুর হাত পা ডোবে পাঁকে
ভিজছে মাটি অশ্রু-রক্ত-ঘামে
মানুষ পোড়া গন্ধ উঠছে গ্রামে।

দাউ দাউ দাউ জ্বলছে গৃহস্থালী
চোখে মুখে মাথায় কালিঝুলি
কেউ মরেছে, মরতে যাচ্ছে কেউ
ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে নতুন বউ।

জল থৈ থৈ, জীবন ঝালাপালা,
কাতর শোকে—পাথর মণিমালা,
ভাসছে মানুষ, ডুবছে মানুষ শেষে
ছাই উড়িয়ে দিচ্ছে দেশে দেশে।

আসামী হাজির

আসামী হাজির প্রকাশ্য আদালতে
ধুঁকছে নীরবে ক্লান্ত কাঠ-গড়ায়
যুক্তি-তর্ক আইনের অজুহাতে
আধমরা যত অপরাধী অসহায়।

কোলের ছেলেটা বন্দী বাপ্‌কে দেখে
হাত-পা ছুঁড়ছে অসহ্য যন্ত্রণায়
ঝাঁপিয়ে পড়ছে বৌ-টার কোল থেকে
ভবিষ্যতে এ শিশুকে ঠেকানো দায়।

অক্ষমতার আগুন জ্বলছে বুকে
দুখী জীবনের জোটে না জামিনদার
কাঁদছে বৌটা, বন্দিনী সাতপাকে,
সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার।

অট্টালিকার ভীষণ অট্টহাসি
বিলাস-বহুল বিকৃত বিজ্ঞাপন
জীর্ণ শীর্ণ গরীব বস্তিবাসী
মেটাতে পারে না, দু'বেলার প্রয়োজন

উপর মহলে ঠুংরী গজল গান।
নীচের মানুষ হাতিয়ারে দেয় শান॥

লাস্ট বাস

শক্ত হাতে হাতল-ধরা
পা-দানিতে পা।
গর্ভবতী বাস যুবতী
নড়ছে পেটে ছা।

এক ভিড় লোক শুনছে শোলোক
গোলোক ধাঁধাঁর গান
কেউ উঠছে, কেউ নামছে—
সীটের সমাধান।

বিচিত্র মুখ, স্মৃতির অসুখ
খাপছাড়া বরাত
জল জঙ্গল জমির দখল
দেহাতী উৎপাত।

অদল বদল ঝুল্‌ছি কেবল
মুখ খুল্‌ছি না।
ঠিকভাবে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছি
হাতল ছাড়ছি না।

থামুন—মশায় থামুন
আস্তে আস্তে নামুন॥

অগ্রগতি

রাজপথে মজা দেখা দূরে দাঁড়িয়ে
ড্রাগের নেশায় শেষ সীমা ছাড়িয়ে
রাস্তার জ্যানজট ভীড় এড়িয়ে
আমরা পৌঁছে যাবো দুই হাজারে।

ভুখাদের খালি পেটে লাথির চোটে
ফাইলের দাবী দাওয়া দু'হাতে ঘেঁটে
প্রগতির পাশপোর্ট পাবার পরে
আমরা পৌঁছে যাবো দুই হাজারে।

ভাড়া ঘরে ভাবাবেগ রঙিন নেশা
টি, ভি, খোর বিবিদের রং তামাশা
সমাজের চারপাশে গাঢ় কুয়াশা
বিড় বিড় করে বুড়ী বাজার ঘুরে
তেল নেই আতেলের রান্না ঘরে।

পরিণয় বিপণন পণের প্রথা
কাজের মগজের ভর্তি-পাতা
ললিত কলার কাটা লেজুড় ধ'রে
আমরা পৌঁছে যাবো দুই হাজারে।।

একটা হৃদয়

একটা হৃদয়, সাত সমুদ্র,
তেরো নদী,
দু'চোখ জুড়ে, দশ দিগন্ত
জন্মাবধি !
একটা জীবন, বাজিকরের
আজব খেলায়
এক ভীড় লোক জমিয়ে রাখে
মুখর মেলায়।

একটা মানুষ সোনার হরিণ
অন্বেষণে,
শহরতলীর রাস্তা খোঁজে
আপন মনে।
ভালোবাসার নেশায় বেহুঁশ
যখন তখন,
ইস্টিশনে বাউণ্ডুলে
রাত্রি যাপন।

একটা ফাগুন পুড়ছে
বুকের লাল আগুনে
একটা জীবন ছুটছে
জনস্রোতের টানে
হলুদ রোদের আয়না ভাঙে
ভোর দুপুরে,
মোহিনী মুখ হঠাৎ হারায়
মেলার ভীড়ে।

আগামীকাল

কামড়ে ধরেছি কাঁটা চাবুক
প্রাণ চেতনায় দিয়েছি শান
আগুন আবেগে জ্বলছে বুক
মাটির মুলুকে কবি-কিষাণ।

ক্ষত-বিক্ষত ক্ষেত-খামার
উপোসী উঠোনে তামসী রাত
জন-সমুদ্রে জাগে জোয়ার
দু'বেলা দু'মুঠো জোটাতে ভাত।

কৃষক শ্রমিক করছে কাজ
ঝরছে রক্ত, ঝরছে ঘাম
ভয়ে পলাতক মামলা বাজ
হামলা করছে কেনা গোলাম।

উঠছে সূর্য লাল সকাল
মানুষে মানুষে ঐক্য চাই।
সামনে সুদিন আগামীকাল
সংগ্রাম ছাড়া উপায় নাই॥

স্বগত সংলাপ

যতই জ্বালাও, পোড়াও, হে চণ্ডাল
পুড়বে না হাড়, দরিদ্র দধীচির।
বজ্র বানাবে বিদ্রোহী মহাকাল
সৃষ্টির বুকে অবিরাম অস্থির।

সবেগে ভেঙেছে মন্দির মসজিদ
পাষাণ দেবতা, পলাতক পুরোহিত,
দুশ্চিন্তায় দু'চোখে আসে না নিদ্
বর্বরতায় ভুলে গ্যাছে হিতাহিত।

ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্দাম দাম্ভিক!
বিষধরসহ করে সদা সহবাস!
সূর্য তাপস ভোরের বৈতালিক
করেছে রচনা অনন্য ইতিহাস।

সাহারার বুকে বেঁচে আছে বহুদিন
ধূ ধূ মরুভূমি ভাবাবেগে ভালোবেসে-
অতৃপ্ত প্রেম স্মৃতির অতলে লীন
বিষণ্ণতার দুঃসহ উপবাসে!

স্বকাল পুরুষ সংগ্রামী দুনিয়ার,
পরিচয়হীন মানুষের দাবীদার।

পৌষের পদাবলী

কিষাণী লো তুই শান্ দিয়ে আন কাস্তে খান,
তপ্ত হাতুড়ি উঠছে পড়ছে লাল আশায়।
ঘাম ঝরা দিনে দাউ দাউ জ্বলে মাটির টান
গরীব গ্রামের গতর খাটানো ভালোবাসায়।

শহরতলীর হাটে কিনে দেব লাল শাড়ি
রুপোর হাঁসুলী গড়াবো দু'কুড়ি দশ টাকায়।
ফসল উঠলে সাজাবো এবার ঘরবাড়ি
রুপশালী ধান শুকোবি উঠোনে সারা বেলায়।

কিষাণী লো তোর অধিক আদরে ভালোবাসায়
করুণ কুটিরে বাঁধা পড়ে আছি সারা জীবন।
দিপির দিতাং মাদল বাজাই ধেনো নেশায়
দেহাতী প্রেমের মৌন সাক্ষী মহুয়াবন।

ডুংগরীর ধারে ডুলুং-এর তীরে দুখিনী গ্রাম,
ঝুমুর শোনায় পাকা পৌষের প্রত্যাশায়।
মাধুরী মাহাতো, চম্পা সরেণ, অনেক নাম
আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠ সুখ পৌষ-মেলায়।

বাক-প্রতিমা

শব্দ শৃংগার
ভাবের ভৃংগার
বীণার ঝংকার
ঝংকৃত।
শুভ্র সুষমায়
শিল্প চেতনায়
বিশ্ব চরাচর
চিত্রিত।

কাকলি কলতান
ভাসানে ভাসমান
বেদনা বেদগান
মূর্চ্ছণা।
আহত দুই তীর
সতত অস্থির
মৌন মুখরিত
ব্যঞ্জনা।

দীর্ঘ কেশপাশ
কবরী বিন্যাস
কবি কি ক্রীতদাস
বঞ্চিত?
লুপ্ত তপোবন
সুপ্ত ত্রিভুবন
কামিনী কাঞ্চন
সঞ্চিত।

স্তনিত দেহভার
সুরেলা শীতকার
অশুভ অভিসার
স্তম্ভিত।
অসুখী শয্যায়
প্রহর কেটে যায়
মানুষ অসহায়
বিব্রত।

উৎস

লাঙ্গলের ফলাটাই জীবনের উৎস
কিষানীর শান-দেয়া কাস্তে,
ফসলের উৎসবে যোগ দাও বৎস !
ক্ষেত-খামারের উদয়াস্তে।

খেটে-খাওয়া মানুষের ফুটো ঘরকন্না
মান্ধাতা আমলের আসবাব,
কাল গ্যাছে উপবাস, আজ হবে রান্না
অনাহারে অস্থির হাবভাব।

অভাবের সংসারে আধমরা যৌবন
বিড় বিড় করে বুড়ী পৃথিবী !
খরা আর বন্যার রাক্ষসী আচরণ
বছর বছর, আসে মায়াবী।

রোজ ক্ষুৎ-পিপাসার খাপ-খোলা তলোয়ার
সংগ্রাম শুরু কর সৈনিক।
জীবনের দাবী-দাওয়া বাঁচবার অধিকার
দু'বেলায় মরবোনা, দৈনিক।

কানা গলিটার সাথে মিশে গ্যাছে রাজপথ
জীবনে জীবনে সেতু-বন্ধন।
মিছিলের কবিতায় মানুষের অভিমত
ছাই চাপা আগুনের ইন্ধন।

শব্দ, আমার বুকের বর্ণমালা

শব্দ খুঁড়ে সাপ খেলাচ্ছি
শব্দে শব্দে জোড় মেলাচ্ছি—
শব্দ বাদক, শব্দ বাহক আমি।

শব্দ ভাঙছি, শব্দ গড়ছি
শব্দ কোষের পৃষ্ঠা পড়ছি—
শব্দকল্প যুগের অনুগামী।

শব্দ শানাই সংগোপনে
কাজের ফাঁকে অন্যখানে—
শব্দে শরশয্যা বিরচিত।

শব্দ অনুভবের ছবি
সপ্তডিঙা ভরাডুবি
শব্দভেদী শায়ক সুসংযত।

শব্দ খুঁজছি শয্যাকক্ষে
সীমন্তিনী নারীর বক্ষে—
চন্দ্রকলায় রাত্রি রজস্বলা।

শব্দলোকের পদাবলী
রতি সুখের গৃহস্থালি—
শব্দ, আমার বুকের বর্ণমালা।

আমার কবিতা

কিষাণের ধান, আমার কবিতা
অল্প মূল্য জানি,
তার ঘামে, আর আমার রক্তে,
ভিজে গ্যাছে রাজধানী ;
পৌষের প্রাণ, প্রাণাধিক ধান
যায় সে দেনার দায়ে,
আমি পোকা-কাটা পাণ্ডুলিপিটা,
ফেরি করি গাঁয়ে-গাঁয়ে।

কিষাণীর সাথে, কবির গৃহিণী
অভাবের ঘরে ভাবে,
এতো অনটনে সারাটা বছর
কি করে কাটানো যাবে ?
ক্ষুধিত শিশুর কান্নার স্বর—
রাতে নিদ্রায় বাধা,
ভুখা-বস্তির জ্বালা-যন্ত্রণা
চলার ছন্দে বাঁধা ;
কাতর রাতের কানা গলিটার
দু'পিঠ অন্ধকারে,
অজ্ঞাতবাসে বন্দী রয়েছি
কবিতার কারাগারে।
লাঙলের ফলা, লেখনীর জ্বালা,
ফসলের অনুরাগ।
কিষাণের সাথে সমান সমান
দুঃখের দায়ে ভাগ।

প্রাণেশ্বরী

তোমাকে মানায় লাল মুক্তোর মালা
বিবর্ণ দিনে ছিন্ন নীলাম্বরী।
শ্যামলী বাংলা! বুকে বনরাজিনীলা।
ফুলে ও ফসলে অপরূপা সুন্দরী!

বহু সাধনায় ধরা দাও বাহুপাশে,
শস্য-সম্ভাবনায় আত্মহারা
ফসল বিলাসী বিচিত্র অভিলাষে
সমবেদনায় সহসা স্বয়ংবরা!

ধূসর ক্ষেতের অনাবাদী ধিক্কারে
ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর পরিশ্রমে।
আহত কুটিরে অন্য অহংকারে
দিয়েছে প্রেরণা অশ্রু-রক্ত-ঘামে।

তুমি অনন্যা, তাপসী তামসী নারী।
কাল-পুরুষের কবিতা, প্রাণেশ্বরী॥

জোয়ার জেগেছে

দোহাই তোকে ভাতের হাঁড়ি
আছড়ে ভাঙিস না !
ভুখা ছেলের মা হয়েছিস
কিছু বুঝিস না।
পোড়া কপাল ! বন্যা, খরায়—
বিপন্ন সংসার,
আকালী বউ, বন্য-লীলায়
শূন্য ক্ষেত-খামার।
করুণ চোখের অশ্রু দেখে
কোলের ছেলেটা,
ডুখেল হেসে, আধো আধো
কথা বলছে না !
বুক ঝাঁঝরা হাড়-পাঁজরা
জড়িয়ে ধরে সে !
অনুভবের কড়া নাড়ছে—
বাইরে থেকে কে ?
দীর্ঘ দিনের নীরবতা,
দারুণ দোটানায় !
আয় মানুষের বাচ্চারা সব
আমার কাছে আয়।
আকালী বউ, তোর ছেলেটা
আমার কোলে দে।
ক্ষুব্ধ বুকে সাত সাগরের—
জোয়ার জেগেছে।

খোলা চিঠি

ঘরে বিবিজান, খেতে বাসমতী ধান,
কাস্তে প্রেমিক কিষাণের ভালোবাসা ;
মনে পড়ে গত ভাদরের অভিমান,
উপোসী উঠোনে পাকা পৌষের আশা !

নতুন ফসলে পুলকিত কুঁড়ে ঘর,
বহুদিন পরে মাদলের ঝঙ্কার।
নবজাতকের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।
জন্মের দাবী ; জীবনের অধিকার।

বাঁচার জন্য অবিরাম সংগ্রাম
হাড়ভাঙা মাঠে হলধর স্বামী খাটে।
গর্জন করে গরীব গণ্ডগ্রাম
চাবুকের দাগ, বিবর্ণ বুকে-পিঠে !

সুদে ও আসলে পাহাড় প্রমাণ ঋণ
মহাজন ক্ষমা করে না অক্ষমতা !
অনাহারে ভুগে দুর্বল দেহক্ষীণ
দমনে পীড়নে আদিম বর্বরতা।

গ্রাম গ্রামান্তে প্রেরিত জরুরী চিঠি
শেষ সম্বল্ লাঙলে বজ্র মুঠি।

পাণ্ডুলিপি

হুজুর ! অবশেষে করেছি স্বাক্ষর,
দীর্ঘ দলিলের গোপন পৃষ্ঠায়,
গ্রামের কৃষকের নামের বকলমে,
আবাদসহ জমি বেচেছি, নিরুপায় ।

কলম কুণ্ঠিত কলংকিত হাতে
কবিতা লুণ্ঠিতা, বন্য লালসায়
সময় দংশন করছে বিষদাঁতে
দেহাতি ঘাতকের অস্থি-মজ্জায় ।

অনেক আবেদন করেছি বার বার
পাণ্ডুলিপি খানি, কেনে না কেউ হাটে
নীলাম হয়ে গ্যাছে, চাষের ধান জমি,
দখলী পরোয়ানা, বাস্তুসহ ভিটে ।

শরীরে সর্বদা জ্বরের উত্তাপ,
ভীষণ মানসিক অসুখ বারো মাস
রাক্ষসীর সাথে, প্রেতের প্রেমালাপ
বন্ধ হয় নাড়ী, শ্বাস ও প্রশ্বাস ।

আকালী রাত্রির কপালে কালোছায়া
জীবন-মৃত্যুর জটিল যবনিকা
স্তব্ধ নীরবতা, দূষিত আবহাওয়া
ক্ষুধিত চণ্ডাল শ্মশানে জাগে একা ।

হুজুর ! হতাশায় ভুগছি আজীবন,
উপোসী সংসারে—কঠিন কারাবাস ।
দু-মুঠো ফেনভাত, নেহাত প্রয়োজন
লিখ্‌ছি সংগ্রামী কালের ইতিহাস ।

ধার আছে কিনা ?

সজ্‌নে গাছের ছায়ার নীচে
ছড়িয়ে ফুলের ডালি,
আকালে, কোল আলো ক'রে
তুই কেন জন্মালি ?

রক্তে বোনা ধান মরেছে,
দেনার ওপর দেনা,
সারা বছর হলো না হায় !
ঢেঁকিতে ধান ভানা।

উপোসে মুখ শুকিয়ে গ্যাছে
রক্ত-মাংস রূপ
রাক্ষসী রাত শুনতে পাবে
কাঁদিস্‌নে আর চুপ।

অনাদরে কষ্ট ক'রে
বেঁচে বর্তে থাক।
কয়েক বছর ক্ষুৎ-পিপাসায়—
যাক্‌না কেটে যাক্‌।

আগামী সন অন্য জীবন !
অনেক আয়োজন !
তোর শরীরে আসবে নেমে
অশান্ত যৌবন।

মাংসাশী ঐ মানুষগুলো
জড়িয়ে ধরবে পা,
তখন কাস্তে পরখ করিস্‌
ধার আছে কিনা ?

আবহ

নিভ্‌লো হঠাৎ ঝাড় লণ্ঠন বাতি
দালান কোঠার হৃ'পিঠ অন্ধকার
ক্ষেত খামারের প্রচণ্ড প্রস্তুতি
দুঃসময়ে সংগ্রামী সংসার।

ধান পাকতে অধিক দেরী নেই
শিষের ডগায় আসছে সোনা রং
রূপশালী ধান, রূপসী বউ যার
সেই কিষাণের কথা বলার ঢঙ।

আপনি বলতে বেরিয়ে আসে 'তুমি'
দূরের মানুষ কাছের সম্বোধন!
নিজের দেশে, ভিন দেশী কেউ নয়,
আত্মীয়তায় সবাই আপনজন।

নতুন জীবন ধান কাটা অঘ্রাণ
রং লেগেছে, জং-ধরা যৌবনে
সারা বছর খেটেছে আপ্রাণ
নেশায় বেহুঁশ, পৌষালী পার্বণে।

দীর্ঘদিনের করুণ অনুভব ;
কান্না-হাসির ঘর-কন্নার কাজ
কুঁড়ে ঘরের নবান্ন উৎসব
ভাত বাড়বে চন্দ্রাবতী রাত।

দিন গুনছি নিজস্ব বাংলায়
দুঃখ-সুখের সমিল কবিতায়।

ডুব দিয়েছি

ডুব দিয়েছি অন্ধকারে—কেউ খুঁজে পায় পাছে,
নিজের জ্বালা, জপমালা, জানবো কার কাছে ?
অনুভবের স্বরলিপি, ভালোবাসার চিঠি
হারিয়ে গ্যাছে হৃদয়-খোলার চিকন চাবিকাঠি।

শহরতলীর মেলার ভীড়ে স্থলভ ফুলের মালা,
রক্তমুখী রাতের আদর পেয়েছে রঙ্গিলা
আমার এখন অন্য জীবন, কলংকিনীর সাথে,
মাদল ভাঙা নিঝ্ঝুম ঝুমুর, মন-মরা মাঝরাতে।

ডুব দিয়েছি কালীদহে—বিষের সরোবরে,
জল-তরঙ্গ বাজে আমার অশান্ত শরীরে।
রূপ গেল, যৌবন গেল, জীবন তো গেল না,
বুকের পাঁজর জড়িয়ে ধরে, স্বৈরিণী যন্ত্রণা।

ঈশ্বরের প্রতি

ঈশ্বর ! আমাকে তুমি বিশ্বাস করো না কোন দিন
যে কোন মুহূর্তে আমি, বিশ্বাসঘাতক হতে পারি ;
কারণ,অজ্ঞাতবাসে, অন্ধকারে আছি অন্তরীণ
বহুদিন উপভোগ করি নাই বায়ু-বৃষ্টি-নারী।

বৃহন্নলা হয়ে আছি, পুরুষত্বহীন ছদ্মবেশে
এই দেহ ! এই দাহ ! পরিত্রাহি, কোথায় পাঞ্চালী !
পাশাক্রীড়া, বনবাস, প্রহরী বেষ্টিত চারপাশে,
অবিরাম স্নায়ু যুদ্ধ, অন্নাভাবে শূন্য পাকস্থলী।

ভীষণ দাম্ভিক আমি, দয়া নিতে সম্পূর্ণ অক্ষম,
ফুটো করুণার পাত্র নিয়ে যাও অন্য কোনখানে,
আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, শক্তিমান কালান্তর যম,
তোমাকে বিদ্রূপ করে, অন্যায় অশ্লীল আচরণে !

ঈশ্বর ! তোমার সৃষ্টি সহ্য করা বড়ো কষ্টকর !
আমি এ কালের কর্ণ ! সম্মুখ সংগ্রামে একেশ্বর !!

২

অরণ্যের কাব্য

অরণ্যের কাব্য

প্রথম প্রবাহ

১

আজন্ম অরণ্যচারী ছিন্নমূল লোধা নর-নারী
কুড়ায় জ্বালানী কাঠ, শিকড়-বাকড় ধন্বন্তরী
রৌদ্রদগ্ধ দ্বিপ্রহরে অর্ধমৃত ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
কন্দমূল ছিঁড়ে-খোঁড়ে, নিদারুণ জঠর জ্বালায়।

আসন্ন প্রসবা নারী, যৌবনের ম্লান যবনিকা,
অনাহারে জীর্ণশীর্ণ অনিশ্চিত জীবন-জীবিকা
বাঁচার সংগ্রাম করে সারাদিন বিরামবিহীন
ভূমিহীন ভূমিকায় অপরাধী লোধা অর্বাচীন।

স্বদেশের সংবিধানে, ইতর, তস্কর, ছোট জাত
রান্নাঘরে চুরি ক'রে চুপি চুপি খায় ফেণভাত
প্রহারের ভয়-ডর করে না পেটের তাড়নায়
চোখা চোর কেটে পড়ে : ভুখা চোর ধরা পড়ে যায়।

শতাব্দীর মুক্তি-সূর্য আদিগন্ত করে পরিক্রমা
দারিদ্রের চতুর্দিকে নির্ধারিত সতর্কের সীমা
চতুর ময়ূরপুচ্ছধারী হাস্যকর দাঁড়কাক
পুচ্ছ তুলে নাচে ছি-ছি! বাজে লজ্জাহীন জয়ঢাক।

সুধীবৃন্দ, সুধা-ভাণ্ড পরস্পর ভাগ করে লয়
নির্বোধরা প্রতিদিন বিষপানে নীলকণ্ঠ হয়!
বর্ণময় অট্টালিকা নিহত নিসর্গ-অন্তরালে
ছিন্ন শাল-মহুলের শবদেহ ব্যবচ্ছেদ চলে।

ছিদ্রপথে মুদ্রাস্ফীতি বাস্তু উচ্ছেদের বিবরণ
ধ্বংস করে বৃক্ষ-বংশ, অরণ্যের লাবণ্য-লুণ্ঠন।

আমি দেখি বিশ্বরূপ নিঃস্ব মানুষের মাঝখানে
সীমাহীন বিষাদের ছায়াচ্ছন্ন নিষাদ-নির্জনে
উল্লসিত জহ্লাদের পৈশাচিক প্রবল হুংকার
লোধা বধ, বধ্যভুমি, দু'হাতে রক্তাক্ত হাতিয়ার।

মহাকাব্যে উপেক্ষিত একলব্য, দ্রোণ সন্নিধানে
তন্ময় মৃন্ময় মূর্তি গড়েছিল একান্ত নির্জনে
গুরুর গুরুত্বহীন শিষ্য-শোষণের সুকৌশল
নির্দয় দক্ষিণা দাবী, বৃদ্ধাঙ্গুলি, বীরের সম্বল।

একদা অনার্য-আর্য জাতি ভেদে, আর্য-উৎপীড়নে
অনার্য অরণ্যবাসী হীনমন্যতার নির্বাসনে
বীরসার বিচিত্রবীর্য! বিদ্রোহীর বংশ পরম্পরা
পৃষ্ঠদেশে ধনুর্বাণ জাগে অগণিত সর্বহারা!

যৌবনে বাঁধে নি ঘর যাযাবর, প্রৌঢ়ে পরবাসী
বৃদ্ধকালে চলে যায়, মক্কা-মদিনায় কিংবা কাশী
অজ্ঞাত জন্মের সূত্র : গোত্র পিতৃ পরিচয়হীন—
বিক্ষত হয়েছে শুধু বিখ্যাত হবে না কোন দিন।

২

হে প্রিয় অরণ্যময়ী! মৃন্ময়ী প্রতিমা জন্মভুমি,
অশ্রু রক্ত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া, আর কি দেব প্রণামী?
দু'চোখে বিবর্ণ দৃশ্য! শস্যহীন ধূসর প্রান্তর
বৃষ্টিহীন সৃষ্টিহীন আসে ভয়ংকর মন্বন্তর।

লোধার লালিতা কন্যা ললিতার প্রণয়ভাজন
পুরাকালে ছিলো নাকি বিশ্ববসু নামক ব্রাহ্মণ
অসবর্ণ বিবাহের পুরাণে বর্ণিত পূর্বরাগ
একালের কিংবদন্তী, দুঃসহ দিনের দায়ভাগ।

বিয়োগান্ত বিস্মৃতির রসাতলে প্রেম উপাখ্যান
সেকাল ও একালের মাঝখানে দীর্ঘ ব্যবধান
অমাসক্ত আদিরস, দ্বিধাগ্রস্ত দাম্পত্য-প্রণয়
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল গ্রাস করে লজ্জা-ঘৃণা-ভয়।

মহাকবি, মহাকাব্য, একালের অলীক কল্পনা
খণ্ডবাদী জীবনের দৈনন্দিন দণ্ডিত চেতনা
মানুষ অস্থিরচিত্ত! সমস্যায় জর্জরিত দেশে
নির্যাতিত নিপীড়িত নিরন্নেরা ভীড় করে আসে····

অসভ্যের সভাকবি মানিনা নিষিদ্ধ কালাকাল
ব্রাহ্মণের পৈতা ছিঁড়ে হাহাকারে হয়েছি চণ্ডাল!
বেদাবেদ, ভেদাভেদ, বিসর্জন দিয়ে সিন্ধুজলে
মুণ্ডিত মস্তকে শেষে মিশে গেছি দরিদ্রের দলে।

বাস্তবের বেত্রাঘাতে বিপর্যস্ত জীবন-যন্ত্রণা
প্রতিশ্রুতি, প্রলোভন, বহুমুখী শোষণ-বঞ্চনা
আত্মাহুতি দিতে হবে আমৃত্যু আগ্নেয় তপস্যায়
ছন্নছাড়া নরনারী অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন যোগায়।

মনুষ্য সমাজে যারা বিত্তে, দেবত্বের দাবী করে
দলিলে স্বাক্ষর কার? স্বৈরাচারী কালের প্রহারে
বৈভবের দৈববল ঘৃণা করি, চাই বাহুবল
কতদিনে রাহুমুক্ত হবে এই অরণ্য অঞ্চল।

ললনা ললিতকলা, রজঃস্বলা জটিল জঙ্গলে
সৃষ্টির মিথুন-লগ্ন আসে লতাগুল্মের আড়ালে
কাঠফাটা রৌদ্রে আহা!   কাঠ-কাটা পুরুষ রমণী
ঘুঘু-ডাকা নির্জনতা ভেদ করে কুঠারের ধ্বনি।

শবরীর গর্ভজাত জঙ্গলের উলঙ্গ জাতক
জৈবিক নিয়মে জন্মে যত্র-তত্র ক্ষুব্ধ মানবক
কুণ্ঠিত কৌপীনধারী যুবকের দুরন্ত যৌবন
উদ্ভিন্ন যৌবনা বন্য যুবতীর অনাবৃত স্তন
অনাহারে অত্যাচারে অবসন্ন নয় কোনদিন
আশ্চর্য জীবনীশক্তি, সহিষ্ণুতা তুলনাবিহীন।

নিষ্ঠুর কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন বনরাজি নীলা
অবলুপ্ত শালবন কেঁদ্-ভুঁড়্রু কুর্চি ও কুচিলা
শিমুল মহুল আম চিরতরে সমূলে নির্মূল
কাকলি কূজনহীন বনভূমি: বিহঙ্গ বাউল।

পাষাণী পতিতা মাটি চাষাভুষা অতন্দ্র প্রহরী
বিচালির বিছানায় অভিশপ্ত শীতার্ত শর্বরী
অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বিপন্ন নিরন্ন নাগরিক
ধূলি-মাখা পায়ে পায়ে, দলে দলে আসে পদাতিক!!

দ্বিতীয় প্রবাহ

১

মদালসা শ্রীমতীরা মদমত্ত শ্রীযুক্তের সাথে
প্রাচুর্যের প্রগল্ভতা প্রদর্শন করে রাজপথে

প্রসাধনে বিজ্ঞাপনে বর্ণাঢ্য প্রচ্ছদে আধুনিকা
জীবিকা জ্বালানী কাঠ প্রাণপণে বহে নাবালিকা

ঘামের গন্ধের সঙ্গে উগ্র আতরের গন্ধ মিলে
আশ্চর্য আমিষ গন্ধ সৃষ্টি হয় আবহমণ্ডলে
ক্ষুধার্ত মাতার গর্ভে ক্ষুধাতুর পিতার ঔরসে
আজন্ম বুভুক্ষু শিশু জনান্তিকে জন্মায় স্বদেশে।

সুভদ্র, সুভদ্রা, ভদ্র মহোদয়াগণ।
স্বার্থপর তৎপরতা, তন্ত্রমন্ত্র করেন ধারণ
একদিকে স্ফীতোদর, অন্যদিকে শূন্য পাকস্থলি
গণতন্ত্রী গণৎকার বেঁচে গ্রহশান্তির মাদুলি।

পঞ্জিকা গঞ্জিকাসেবী মর্মহীন ধর্মের বেসাতি
নকল গৈরিক বেশে সাধুনামে অসাধু দুর্মতি
সমাজবিরোধী কর্মে লিপ্ত সদা ভণ্ড ভাববাদী
পলায়নী মনোবৃত্তি সংগ্রামবিমুখ অপরাধী।

২

উদর পূরণ করে বৃকোদর আর লম্বোদর
বিপর্যস্ত জনগণ, প্রতিদিন জীবিকা-জর্জর!
মানুষের চতুর্দশ পুরুষের দীর্ঘ ইতিহাসে
হেন জনসেবা কেউ কোথাও দ্যাখেনি কোন দেশে

নশ্বর নশ্বর সব, একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর,
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পড়ে ষণ্ড ও পাষণ্ড পার্শ্বচর
কুটিল শ্রীকৃষ্ণ যার কুরুক্ষেত্রে রথের সারথি
নির্ভয় সে' বৃহন্নলা, কেন তার হবে হে দুর্গতি?

মুখোমুখী চোখাচোখি, এড়াবার আশ্চর্য কৌশল
নিন্দাবাদে জিন্দাবাদে সমান সমান ফলাফল
নির্বিবাদে বিচরণ করে ধূর্ত, দুষ্ট দুরাচার
সারমেয় স্বভাবের হৃষ্টপুষ্ট লুব্ধ চাটুকার।

পরিপাটি মলাটের আড়ালে অশান্তি দীর্ঘশ্বাস
অবান্তর ভাবাবেগে ভেল্‌কিবাজি, বিপ্লব-বিলাস
সত্যই সংগ্রামী যদি অস্ত্রচিহ্ন শরীরে কোথায়?
বীরত্বের বাচালতা রান্নাঘরে কিংবা রেস্তোরাঁয়।

৩

উদারতা সরলতা অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা
মৌখিক লৌকিক বুলি, আধুনিক আত্মকেন্দ্রিকতা
ক্ষমতার মল্লযুদ্ধ শ্রেণীশোষণের হাতযশ
আঁকা বাঁকা সব ফাঁকা, পৃথিবী টাকার পরবশ।

মানুষের হিংস্রতায় দেশত্যাগী সিংহ ও শার্দুল
কোলাহলে, হলাহলে, জনপদ, শ্বাপদ-সংকুল
ঘন অরণ্যের চেয়ে জনারণ্য বেশী ভয়ংকর
নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে বিষ, ভয়াল ময়াল বিষধর!

যমালয়ে মমালয়ে কোন স্থানে নাই নির্জনতা
হিমালয়ে লোকালয়ে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপে গজ-ফিতা
ধরিত্রীর আষ্টে পৃষ্ঠে পুঞ্জ পুঞ্জ মনুষ্য বসতি
বিকলাঙ্গ বংশবৃদ্ধি, জীর্ণ প্রজননের প্রস্তুতি।
ধর্ষণে কর্ষণে মত্ত কামাচারী কীচকের দল
বর্ণালির শবদেহ বিশ্ব নারী বর্ষের ফসল।

দ্বিজ নই, আমি ত্রিজ, শৈশব কৈশোর ও যৌবন
প্রগাঢ় প্রৌঢ়ত্ব ছুঁয়ে, রৌদ্ররস করি আস্বাদন
অনাগত ভাবীকালে অনিবার্য বার্ধক্যের ভয়
প্রাণপণে প্রতিরোধ করি স্বকালের অবক্ষয়।

৪

আমি রুদ্র, শূদ্রাণীর স্নেহধন্য অবাধ্য সন্তান
মৃতবৎসা মাতৃত্বের বাৎসল্যে লালিত লেলিহান্
উৎপেক্ষায় উপেক্ষায় অগ্নিগর্ভ জীবন-যন্ত্রণা
সংগ্রাম শিবিরে শুনি বাৎসায়ন-সূত্র আলোচনা।

জানিনা, মানিনা, কোন পাপ-পুণ্য আচার-বিচার
জীবিতাস্থায় ঘৃণ্য নরক দর্শন বহুবার
অহীফেন-সেবীদের অবাস্তব স্বর্গের বর্ণনা
উত্তরপুরুষ আমি ভ্রান্ত উক্তি বিশ্বাস করিনা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে ছিঁড়ে কুসংস্কার নাগপাশ
কালবৈশাখীর সখা, সবেগে উড়াই সর্বনাশ
দানবের দৃষ্টি দেখি ছদ্মবেশী মানবের চোখে
বৈরিতার বজ্রাঘাত করি শান্ত পৃথিবীর বুকে।

মানুষের বাসযোগ্য কবে হবে এ' বিশ্বনিখিল
জাতি আর উপজাতি ভিন্ন ভাব বিচ্ছিন্ন অশ্লীল
মানুষ দাঁড়াবে কবে উদার উন্মুক্ত দরবারে
দিগ্‌বিজয়ী হৃদয়ের অবারিত মানবাধিকারে।

শব্দের সমুদ্র হতে উঠে এসো, অযোনি-সম্ভবা
ব্যঞ্জনা! ব্যঞ্জন বর্ণা! সশব্দ শৃংগারে মনোলোভা

কবিতা, বিদ্যুত্‌লতা, হাস্যে লাস্যে আলোকে-পুলকে
নীলাম্বরে নগ্নকান্তি বর্ষণ-বিবিক্ত মেঘলোকে।

বন্ধ কর রম্যবীণা, ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী
শুচিস্মিতা সরস্বতী, নিদ্রাহীন শিল্পীর সঙ্গিনী
সংগত সংগীত গাও, মীড়ে ও গমকে মূর্ছনায়
মূর্চ্ছিত প্রহর কাটে বসন্তের অন্তিম শয্যায়।

আতংকে চিৎকার করি—সুধা দাও, একবিন্দু সুধা
আমার নিজস্ব সত্তা গ্রাস করে বসুধার ক্ষুধা
বিপন্ন বেহুঁশ আমি নিরন্ন মানুষ নিঃসহায়
হারাই মর্যাদাবোধ অভিশপ্ত উদর-জ্বালায়।

কোটি কোটি মানুষের কুণ্ঠিত কণ্ঠের সমস্বর
অভুক্তের আর্তনাদ সিংহনাদে হোক্ রূপান্তর
ঐক্যবদ্ধ ন্যায়যুদ্ধে অখণ্ড গাণ্ডীবে দাও টান
সংগ্রাম ও সঙ্গমেই পৌরুষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ॥

তৃতীয় প্রবাহ

সংগ্রামী সাঁওতাল জাতি স্নেহময়ী জঙ্গল-জননী
অন্নদার কাছে বর চেয়েছিল ঈশ্বরী পাটনী
তাহার সন্তান যেন মহাসুখে থাকে দুধে-ভাতে,
তুমি চাও "বাস্‌কে দাকা"* ভুখা সন্তানের মুখে দিতে।

তোমার স্নেহের ঋণ দিন-দিন বাড়ে এ জীবনে
বিগত শৈশবকাল স্মৃতির শিকড় ধ'রে টানে
জাতি-ধর্ম ভুলে যাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে
অকৃত্রিম আত্মীয়তা গ'ড়ে ওঠে অজ পাড়াগাঁয়ে।

* বাসিভাত

বাৎসল্যের বাহু ডোরে বাঁধা থাকো, না-থাকা সংসারে
দারিদ্র্যের মাদকতা মহুয়া-মাতাল অন্ধকারে
সামান্য ক্ষুধার অন্ন ভাগ কর অসামান্যভাবে
দ্বিধাহীন মমতায় সমতার অম্লান গৌরবে।

শ্রমজীবী-প্রসবিনী, হে আমার মানস-জননী!
কে তোমাকে দাসী বলে? দেবী তবে কোথাও দেখিনি
শাল-মহুলের দেশে, সর্বংসহা অরণ্য-প্রতিমা
স্নেহের কোমল স্পর্শে ভুলে যাই ভৌগোলিক সীমা।

হাঁড়িয়ার হাঁড়িকুঁড়ি "লসির" নেশায় রসিকতা
নিপুণ হাতের বোনা খেজুর চাটাই আছে পাতা
ধম্‌সার গম্ভীর ধ্বনি মাদলের মৃদু-মন্দ তালে
মদ না খেয়েও আমি মাতাল হয়েছি শালফুলে।

পথিকেরা খালি পায়ে দ'লে যায় মহুলের ফুল
পথেই পায়ের ছাপ রসে ভেজা পায়ের আঙুল
শুকনো ঝুন্‌ঝুনি ফল ঘুঙুরের মতো বেজে ওঠে
অদৃশ্য নর্তকী নাচে নীল অরণ্যের ছায়াপটে।

হাঁসুলীর মতো আহা! বাঁকা চাঁদ উঠেছে আকাশে
ঝলমল তারাদল মাঝরাতে মিটিমিটি হাসে
ফুটন্ত ভাতের গন্ধ ম্‌-ম্‌ করে, ভাঙা কুঁড়েঘরে
বৎসহারা গাভী যেন কাঁদে রাত জ্যোৎস্নার গভীরে।

লড়াকু মোরগ ডাকে শেষ রাতে ভোর হ'য়ে আসে
কুকুরছানার কান্না নির্বাপিত উনানের পাশে
প্রচণ্ড ঠাণ্ডার চাপে প্রাণী খোঁজে আগুন উত্তাপ
খেজুর চাটাইয়ে শুয়ে কাঁপাকাঁপা আলাপ-প্রলাপ।

আমার জীবন-কাব্যে পৃথিবীর পার্থিব পয়ার
শব্দব্রহ্ম উপাসনা আধুনিক কালের ঝংকার
বিক্ষুব্ধ বেদনা-বোধে বুদ্ধি-বিবেকের বিস্ফোরণে
প্রত্যাশিত প্রতিশব্দ পাইনা নিজস্ব অভিধানে।

অন্তরে অশান্ত দাহ বাহিরে বাহুল্য বেশ-ভূষা
দ্বিধাগ্রস্ত দ্বৈত সত্তা ব্যক্তিত্ব বর্জিত বিবমিষা
বীভৎস বিলাস কক্ষে দক্ষিণের রাক্ষসী জানালা
মদ্যপ লম্পটদের সারারাত্রি ব্যাপী লীলাখেলা।

ঊর্দ্ধগতি অধোগতি নীতিবাক্য আবাল্য শুনেছি
নমস্কার ক'রে ক'রে আমি নমঃশূদ্র হ'য়ে গেছি
অভিশপ্ত ভাবাবেগ ভ্রান্ত ভাবুকের ভূমিকায়
চাবুক ধরেছি ক্লান্ত রথাশ্বের পরিচালনায়।

কখনো সৈনিক আমি ভগ্ন রথে কখনো সারথি
সম্মুখ সমরক্ষেত্রে আমার উদ্দাম উপস্থিতি
ভিক্ষুকেরে অকাতর কবচ-কুণ্ডল করি দান
রথচক্র গ্রাসকারী পৃথিবীর নাই পরিত্রাণ।

মৃত্তিকার সঞ্জীবনী মানুষকে করে মৃত্যুঞ্জয়
দুঃখ দেয় দুঃসাহস, উচ্চ-নীচ তুচ্ছ মনে হয়
প্রাণভয়ে পলাতক একচক্ষু বিভ্রান্ত বিধাতা
দিগ্বিজয়ী দরিদ্রের কোন স্থানে নাই দুর্বলতা।

প্রচণ্ড পৌরুষ শক্তি স্বকাল পুরুষ কালঘাম
দীর্ঘদিন দুর্দশায় অবিরাম সংগ্রাম। সংগ্রাম!
আমার পুরুষকার জেগে ওঠে ঘুম ভাঙা ঘামে
চন্দ্রবিন্দু দিতে চাঁদ ভুলে যায় উপেক্ষিত গ্রামে।

অদৃশ্য গহ্বর থেকে কে আমাকে ডাকে বারবার
আয় বাছা ঘরে আয়, বাহিরে জমাট অন্ধকার
সুগন্ধি চন্দন বনে বিষধর ভুজঙ্গের ভয়
বিষাক্ত দংশনে তার চৈতন্যও অচৈতন্য হয়।

হায় রে দাম্ভিক কবি, কবিতা কৈবল্য অহংকার
তীক্ষ্ণ শ্লেষ ছিন্ন বেশ অভাবের অচল সংসার
মিথ্যা খ্যাতি নাম-যশ প্রায় দিন শূন্য পাকস্থলী
ইহকালে দাবদাহ, পরকালে পাবে করতালি।

আমার একার সৃষ্টি কোন অংশ নাই বিধাতার
নশ্বর মানুষ আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই আর
শোষণের সুকৌশল শালগ্রাম শিলার সম্মুখে
পূজারীর অত্যাচারে পাপী-তাপী কাঁদে অধোমুখে।

দীর্ঘকাল রুগ্ন অগ্নি দুর্বল দাহিকা শক্তিহীন
নির্বাপিত ধিকিধিকি, ধিক্-ধিক্ লেলিহ-বিহীন
হৃত তেজ হীনবল সংগ্রাম-বিমুখ ব্যর্থতায়
খাণ্ডব দহন দ্বারা জ্বরা ব্যাধি মুক্ত হতে চায়।

জীবিত কবরে বাস অগণিত বিবর-নিবাসী
সংকীর্ণ বস্তির বুকে অপুষ্টিজনিত অষ্টাদশী
অস্পষ্ট যৌবন-চিহ্ন ক্ষীণ দেহ অস্থিচর্ম সার
নাই পীন পয়োধর মাতৃত্বের অমৃত পয়ার।

মনুষ্যত্ব গ্রাস করে বৈষম্য কুটিল কুমন্ত্রণা
বহুধা বিভক্ত দেশ সর্বভারতীয় বিড়ম্বনা
ঘুণ ধরা সমাজের পৃষ্ঠে লেখা জাতীয় সংহতি
বিভেদ বিচ্ছিন্নবাদ. সর্বত্র সূচিত অসঙ্গতি।

গতকাল যে লোকটা ভাবে গদগদ কথা বলে
আজ কেন সে এখন আমাকে এড়িয়ে যায় চলে
পরনিন্দা পরচর্চা ইতর ভদ্রের ইশারায়
আপন ও প্রিয়জন হঠাৎ অপ্রিয় হয়ে যায়।

মুখে মধু বুকে বিষ স্বার্থপরতার ভালোবাসা
দুর্দশা দর্শন হেতু ছদ্মবেশে করে যাওয়া-আসা
মিল নেই মানুষের মুখের ও বুকের ভাষায়
আপাতত আপন যে, পরক্ষণে পর হ'য়ে যায়।

কবিতার চিরশত্রু কাব্যকীট, ঈর্ষায় কাতর,
সমালোচনার নামে নিন্দা করে অথর্ব বর্বর
সংবেদনশীল মন, উদার হৃদয় নাই যার
সেই মহামূর্খ করে ভালো-মন্দ মানুষ বিচার।

কলুষিত পরিবেশ দালাল-শোভিত সারা দেশ
মানুষের চেয়ে বেশী মূল্যবান ছাগ কিংবা মেষ
পশুকুলে বংশবৃদ্ধি বর্তমানে আশু প্রয়োজন
হায়রে মানব শিশু, তোর ভাগ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ।

চতুর্থ প্রবাহ

ঘৃণা লজ্জা শরশয্যা, সময় কালের কারচুপি
কী বিচিত্র এইদেশ সুযোগ-সন্ধানী বহুরূপী
দূষণ দূষণ রব, শোষণের চাপে মৃতপ্রায়
বুদ্ধিমত্তা কবিসত্তা শ্বাসকষ্টে নষ্ট হয়ে যায়।

সারারাত ধারাপাত লঘু-গুরু মেঘের গর্জন
দুর্যোগের যোগফল অধিক রাত্রির বিবরণ

বৈদ্যুতিক গোলযোগ বজ্জাতির গাঢ় অন্ধকার
সদর দরজায় জোরে কড়ানাড়ে, হিংস্র দু'হাজার।

অপ্রিয় বক্তব্য শুনে, গুণীজন বলে—থামোথামো,
ভাষণ দেবেন প্রিয় সভাপতি, শতপথী নামো,
সর্বনাশ। স্পষ্ট ভাষা, বলুন না, কা'র ভালো লাগে
খোলাখুলি কথা বলা, অভদ্রতা বর্তমান যুগে।

কোণ-ঠাসা সত্যবাদী কষ্ট পায় স্বভাবের দোষে
বিপদে বিপাকে প'ড়ে পাক খায় ভি.আই.পি.-রোষে
হায় বাছা ভি.আই.পি. লাভ নাই ন্যায্য কথা ব'লে
মহান্ মিথ্যুক ছাড়া টিকে থাকা যাবেনা একালে।

স্বর্গে যান ভাগ্যবান দুর্ভাগারা মর্গেতে চালান
অমৃতস্য পুত্র-পুত্রী আদিরস চেটেপুটে খান
মরা মানুষের বুড়ো আঙুলের টিপ-ছাপ নিয়ে
স্থাবর ও অস্থাবর হস্তান্তর হয় পাড়াগাঁয়ে।

নেমেছি অনেক নীচে ঠ্যাং দুটো ঠেকেছে পাতালে
আর তো নামার কোন উপায় দেখিনা ইহকালে
ব্যূহভেদ জানি, কিন্তু নিষ্ক্রমণ পদ্ধতি জানিনা
দুর্গদ্বার ঘিরে থাকে স্বৈরাচারী সপ্তরথী সেনা।

স্বাধীন ভারতবর্ষ পণ্ডিত-মূর্খের নিজদেশ
মানুষ-নিসর্গ-মাটি মনে আনে জন্মের আবেশ
মানব-জাতির প্রতি প্রেম-প্রীতি গভীর বিশ্বাস
মানুষ না-হ'লে, কোন লাভ নেই, হ'য়ে "জিনিয়াস"।

মুণ্ডহীন ধড়গুলি কিছুক্ষণ করে ধড়ফড়
কামড়ায় অসংখ্য মশা গালে মারি অস্থির থাপ্পড়
চল্লিশ বৎসর চলে চেতনার কানামাছি খেলা
আবার ভাষণ স্থুরু, কেটে পড়া যাক্‌ এই বেলা !!

প্রশংসায় পুলকিত বিচলিত হইনা নিন্দায়
অতিষ্ঠ-অশিষ্ট প্রায় হয়েছি সমাজ ব্যবস্থায়,
মায়াময় মানবতা মায়াবী মুখোশ ছিঁড়ে দিলে
পরোপকারের প্যাঁচ, ধরা পড়ে স্বরূপ আসলে।

মায়া কান্না, কান্না নয়, দাম্ভিকের কুম্ভীরাশ্রুপাত
নারী ও পুরুষ আর ধনী ও গরীব দুটো জাত
নির্ধন গরীব ব্যক্তি ছেঁড়া জামা, ছেঁড়া জুতোধারী
মাঝরাতে মাতালের ট্রাফিক কন্ট্রোল বাহাদুরি।

সেয়ানে সেয়ানে চলে কোলাকুলি, ভাব-বিনিময়
বাগে পেলে অনুরাগ, বীতরাগে পরিণত হয়
স্বার্থপর মেলামেশা এক-বুক আত্ম কেন্দ্রিকতা
আত্ম-সুখী অভাজন, মহামান্য নির্বাচিত নেতা।

দরিদ্র দধীচিবৃন্দ অস্থিদান করে চিরকাল
বংশধরদের শিরে পড়ে সেই বজ্র মহাকাল
শব্দ-জব্দ শংকাকুল পরাজয় প্রতি পদে পদে
অফুরন্ত প্রাণ শক্তি প্রয়োজন বিপদে-আপদে।

ওড়াও শান্তির শ্বেত পারাবত আনন্দে-বিষাদে
অন্তরীক্ষে বাজপাখি ডানা ঝাপটায় লুব্ধ ক্রোধে

ইহলোকে উপহাস, পরলোকে পাবে উপহার।
মড়ার মাথার খুলি পিশাচের আমিষ আহার॥

তাবৎ সৌভাগ্যবান করে পান বৃন্দাবনী মধু
চামর ঢুলায় শিরে পামরের সেবাদাসী বধু
বণিকের বাজুবন্ধে অবক্ষয় অক্ষয় কবচ
শক্তিশালী নিশাচর বিশ্বসৃষ্টি করে তছ্‌নচ্‌।

কুকুর কামড়ালে যদি মানুষের জলাতঙ্ক হয়
স্থলাতঙ্ক কিসে হয়, বলুন ডাক্তার মহাশয়?
দস্যু রত্নাকর যদি সু-কবি বাল্মিকী হতে পারে
তাবৎ তস্কর কেন মরা-মরা জপে কারাগারে।

ত্যাগের প্রতীক নেতা, নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ
বান্দারা বহন করে দুঃসহ দুঃখের দায়ভাগ
উড়ায় ধর্মের ধ্বজা মর্মহীন ধূর্ত ধান্দাবাজ
সংসারের শাখামৃগ রাতারাতি সাধু মহারাজ॥

পৃথিবীর কোন স্থানে পোঁতা হবে সীমার পাথর
তাই নিয়ে দীর্ঘকাল চলে লাঠালাঠি পরস্পর
জবর দখল জমি চারিদিকে কাঁটাতারে বেড়া
প্রেতের নজরে পড়ে ভীরু প্রজা ভিটে-মাটি ছাড়া।

আকাশের লঘু মেঘ মাঝে মাঝে গুরু-গুরু ডাকে
ক্ষণপ্রভা উঁকি মারে জং-ধরা জানালার ফাঁকে।
আয়নায় নিজের মুখ এখন অস্পষ্ট তমসায়
ভালোবাসা নীল নেশা ভ্রষ্ট লগ্নে নষ্ট হয়ে যায়।

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে আয় জমিতে বুনেছি বীজতলা
বুকখোলা বর্ণমালা ধানক্ষেতে ছড়াই দু'বেলা
আলপথে খালপারে যাতায়াত করি বহু দূরে
অভদ্র ভাদ্রের রোদ গায়ে প'ড়ে জ্বালাতন করে।

জমির দখল নিয়ে যখন তখন হানাহানি
হাজার হাজার বিঘা রাজার বেনামী রাজধানী
যে যার জায়গায় আছি, কোন্‌দিকে কত 'চেন্' হলো?
ভুবন আমিন এসে জীবন জরিপ করে গেল॥

পঞ্চম প্রবাহ

ক্রোধান্ধ বিকৃত মুখ-মণ্ডলেতে মারী-গুটি দাগ
নিশাচরী জননীর প্রিয় পুত্র সংগ্রামে সংরাগ
সুদীর্ঘ বাহুতে অবক্ষয়রোধী কুণ্ডল কবচ
ভীম পরাক্রমশালী শত্রু উৎপাটক ঘটোৎকচ।

আসুরিক মত্ততায় যৌবনের বেগে আত্মহারা
দারুণ দুন্দুভি বাদ্যে নাচে ধমনীর রক্তধারা
নির্ভয় জীবন-যুদ্ধে, নিরুদ্বেগে সহিংস হুংকার
ভীম-ভীমা মাতাপিতা, শত্রুসৈন্য করে ছারখার।

প্রস্তর প্রহার ক'রে টান মারে পর্বত ভূধর
দুর্বার দুর্জয়বীর বাজিমাৎ করে একেশ্বর
কখনো অস্থির রথে, মল্লযুদ্ধ কভু মল্লভূমে
প্রথা বহির্ভূত রণ-কৌশল দেখায় কালক্রমে।

ভীরুপ্রাণ কুরু-সৈন্য চতুর্দিকে করে পলায়ন
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রণোন্মত্ত হিড়িম্বা-নন্দন
কৃতঘ্ন একাঘ্নী বাণ বক্ষভেদ করে অবশেষে
অকাল মৃত্যুর ছায়া অশান্ত জীবনে নেমে আসে।

মৃত্যু চিন্তা ভুলে যাই প্রাণ-চেতনার অহংকারে
যেহেতু জীবিত আছি, আজও সচেতন চরাচরে
মর্মান্তিক মূলধন শিল্প ক্ষেত্রে করি বিনিয়োগ
যোগ-বিয়োগের ভুলে জমে ভৌগোলিক অভিযোগ।

সাংসারিক সংকীর্তনে মাঝে মাঝে বাজাই মন্দিরা
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ সক্রিয় শরীর স্নায়ুশিরা
ক্ষুধা ভুলে যেতে গাই উদাসীন পদ-পদাবলী
শূন্য গৃহে অষ্টোত্তর শতনাম লক্ষ্মীর পাঁচালী।

মন মননের মাটি খনন করেছি নিরবধি
রুক্ষ-শুষ্ক মরুবক্ষে ক্ষীণস্রোতা নিরঞ্জনা নদী
উষর সৈকতে ধূ-ধূ প্রখর উত্তপ্ত বালুরাশি
বাজাতে জানিনা আমি কোমল গান্ধারে আড়বাঁশী।

ঘুমভাঙা ভোরে দেখি রাঙা সূর্যোদয়ের সূচনা
বোনের হাতের আঁকা, আঁকা-বাঁকা বিচিত্র আল্‌পনা
রাতের রক্তের দাগ লেগেছে কি পলাশের ডালে
তাই এত লাল ফুল ফুটে আছে রক্তিম সকালে!

বিগলিত অলিগলি অর্থাভাবে ভুগে বারোমাস
জবর দখল জমি শিশুপাল করে চাষবাস

চৌহদ্দী চিহ্নিত হয় চেতনার অতলে পাতালে
শৃগাল প্রবেশ করে বাঘের গুহায় পথ ভুলে !

বিস্তারিত বিবরণ বিবিধ বিবর বে-দখল
ক্ষয়রোগে জীর্ণ-শীর্ণ নাই কোনও সহায় সম্বল
মর্মোদ্ধার করে যতো বিচক্ষণ চর্ম-ব্যবসায়ী
পাতালের অধিবাসী অন্ধকূপে ডাকে পরিত্রাহি ।

আমাকে উদ্ধার কর কবিত্বের কুম্ভীপাক হ'তে
সামান্য আশ্রয় দাও সাধারণ মানুষের সাথে
যেখানে বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করেনা অহংকার
জীবনে মুক্তির স্বাদ পেতে চাই আমি একবার ।

পরণে পবিত্রতম রিপু-করা পাঞ্জাবী পায়জামা
যেদিন যা জোটে সব উদরের কোষাগারে জমা
অভাবে স্বভাব নষ্ট শান্তশিষ্ট বিত্তশালী হলে
ফুটপাতের ফুলশয্যা দু'হাতে গুটাই বৃষ্টি এলে ।

সেলাম ! সৌজন্যবাদী শতাব্দীর হিংস্র সংকীর্ণতা
অগ্রগতি প্রগতির ধারক-বাহক পৌর-পিতা
ছাখোনি দুর্দশাগ্রস্ত হাজার হাজার গণ্ডগ্রাম
অসংখ্য মানুষ করে বাধ্য হ'য়ে প্রেতকে প্রণাম ।

দুর্যোগের যোগফল, লোভে পাপ, পাপে পুণ্যলাভ
ধনিক ও বণিকের পরস্পর সখ্যতা সদ্ভাব
দারিদ্রের শতছিন্ন ক্ষতচিহ্ন বস্তির শরীরে
ললিত লবঙ্গ-লতা গলিত গলির অভ্যন্তরে ।

না-থাকা ঢাকার বৃথা অপচেষ্টা নাই প্রাণপণে
পাপ যে করেনি, তার প্রয়োজন নাই পুণ্যার্জনে
প্রাণখোলা পরিবেশে পাপ-পুণ্য প্রশ্নই জাগেনা
দেশকে যে ভালোবাসে, তার মনে বিদ্বেষ থাকেনা।

সমবেত কণ্ঠে গাই তানা-নানা, শিখণ্ডী সংগীত
প্রজনন পটুতায় পুরুষত্ব, সন্তান কুৎসিত
হয় না মহৎ জন্ম, অসতের দুষিত ঔরসে
কাপুরুষ বংশ বৃদ্ধি করে বীরপুরুষের দেশে।

শ্রবণে হিস্‌হিস্‌ শতাব্দীর বিষ
শব্দ-দূষণের অবক্ষয়
আলাপ-পরিচয় চতুর অভিনয়
মুখের ভালোবাসা বুকের নয়।

বিনয় প্রিয়ভাষ নিছক অভ্যাস
বৃষ্টিহীনতার ছিন্ন মেঘ
রঙিন ছলা-কলা আড়ালে কথা বলা
হিংস্রতায় মোড়া হৃদয়াবেগ।

মহুয়া মাদকতা শালের শালীনতা
পাহাড়ী নদীতীরে পিয়াল বন
মুখর স্বরলিপি মানুষ বহুরূপী
নিসর্গের শোভা করে হনন।

শ্রীহীন সংসার উঠোনে হাহাকার
উপোসী প্রতিবেশী শুকায় ধান
জরুরী প্রয়োজনে ঢেঁকিতে ধান ভানে
দু'বেলা অনশনে মলিন ম্লান।

জয় মা বিষহরি, বেহুলা-সুন্দরী
বাসর শয্যায় লখিন্দর
শিয়রে কালসাপ অশুভ অভিশাপ,
হলুদ হতাশার শেষ-প্রহর।

যামিনী যৌতুক কামিনী কৌতুক
বিশেষ গোপনতা, গুপ্তধন
রিক্ত রতিসুখ মৃত্যু ধুক্‌ধুক্
কেন যে জাগরণ, জানে জীবন।

ভীষণ সংশয় দংশনের ভয়
নিদ্রাহীন রাত আশংকায়
মরণ-অনুচর বন্দী বিষধর
আগামী প্রভাতের প্রতীক্ষায়।

অনেক অভিলাষ বাক্যবিন্যাস
প্রেয়সী বাংলার প্রণয়াবেশ
সজল অনুভব ভেলায় ভাসে শব
বাঁচাতে পারে শুধু আমার দেশ।

৩

শিরি চুনারাম মাঁহ্‌ত

শিরি চুনারাম মাঁহ্‌ত

হামার নাম শিরি চুনারাম মাঁহ্‌ত হুজ্যুর্‌!
সাকিম গড়্‌গড়্যা লালা
থানা বর্‌হা ডাঁগা
জেলাটাত ভুলেঁ্যয়ে গেছি—মনে হ্ছে নাঁয়!
—টুকু জউরে বইল্‌বে হুজ্যুর্‌!

এক বারেই কালা নাঁয়, তবে টুকু চ্যার্‌ আড়্‌কালা বঠি।
কি বইল্‌লে হুজ্যুর—বাপের নাম ?
ঈশ্বর অধর মাঁহ্‌ত, কবেই মর্যোঁয়ে ভুত হয়েঁ্য গেছে।

মঁড়ল ঘরের উ জমিনটা—
হামার ঠাকুদ্দাদায় ভাগে চাষ কইর্‌থঅ।
বাপের ঠিনে শুনেঁ্যয়েছি—
যে বছর জরিপ আল্যঅ—
মঁড়লরা বেস্ত বিনতি কর্যোঁয়েঁ বইল্‌ল—
দেখ্‌ অধ্‌রা, জরিপের আপিসার আমিন আল্যে—
বল্‌বিস্‌ যে, মঁড়ল বাবুরাই চাষ খচ্চা দেই
হামি মুনিষের লেখেন্‌ খাঠেঁ্যয়ে চাষ-আবাদ কর্যো দি!
জমিনেয় চাষটা বাবুদেরেই বঠে!
হামি দেখাশুনা করি, চাষ বেহেরার লেখেন।

ই দলের উ দলের লিডারগিলা, ফাঁকে ঝুঁক্যোঁ আস্যোঁয়েঁ—
বাপ্‌কে ফুস্‌ফুসানি মন্তর দিথঅ।
বাপ বইল্‌থঅ, ধুর্‌ হে! পরের বাপ্‌কে বাপ্‌ বইল্‌ব নায়ঁ!
হামি তেখন গাঁয়ের তেঁত্যল্‌তলের পাট্‌শালায় পঢ়্‌হি হুজ্যুর!
—'কর' 'খল' 'ঘট' 'জল'।

ভাগ চাষের কথা ন্ াঁয় বুইঝ্‌তে পারি।
গিয়ান হতে বুইঝ্‌লি, হামার বাপ্‌ লকটা বেদম বকা ছিল,
করম আর ধরম কইর্‌তে কইর্‌তেই—
ন্ াঁয় খাতে পাঁয়, মর্যেঁয়েঁ গেল।
মইর্‌ল ত সির‍্যালঅ,[১] হামার কাঁধে জ্ যাঁল্[২] পইড়্‌লঅ।
ম্ ঁড়ল ঘরে হাম্‌কে ডাক্যেঁয়ে লিয়েঁ বইল্‌লঅ—
"কিরে চুনা! বাপ ঠাকুদ্দাদার লেখেন উজা[৩] রাস্তায় চলবিস্ ত?"
হামি না জবাপি হয়েঁ্য গেল্‌হি!
খানিকখন থিথায়ঁ,[৪] সুস্তি জবাপ দিল্‌হি—
তুম্‌রা ঠিক্ থাইক্‌লে, হাম্‌অ ঠিক্ র‍্যাহিবঅ!
লকে-জনে শুন্‌ছি, হালে-হালে একটা লৈতন অ্যান্ হয়েঁ্যছে—
মালিকের একভাগ, আর চাষীর তিনভাগ।
ঐ হিঁসাবেই হামঅ ভাগ ধান দিব ই-বছর লে!
ম্ ঁড়ল বাবু রাগে গর্‌গরায়ঁ, ভুয়া বিলায়টার লেখেন বাহির্যাঁয় গেল।
যাতে যাতে বলেঁ্যয়ে গেল, ঠিক্ আছে—দেখা হবেক আদালতে!
তুঁই কত চাল্লাক—আর হাম্‌রা কত?
পেটে দানা নায়ঁ, পঁদে টেনা নায়ঁ, তভুঅ ফি বছর
অদের ভাগ ধান মাপ্যোঁয়ে দিয়েঁছি হুজ্যুর্!
এক পাইঅ[৫] বাকি রাখি নায়ঁ!
হাম্‌কে রসিদঅ দেয় নায়ঁ, খাতার উআশীলঅ করে নায়ঁ!
শুধা মিছায় বছরের বাকি দেখায়ঁ—
লালিশ ঠুক্যোঁয়েঁ দিয়েঁছে কোউর্টে।
কাজ কাম কাম্‌হ্যাঁয় করেঁ্যয়েঁ হ্যাজ্‌রান্ দিছি—

---

১. সির‍্যালঅ—শেষ হয়ে গেল।
২. জ্ যাঁল—জোয়াল।
৩. উজা—সোজা।
৪. থিথায়ঁ—স্থির হয়ে।
৫. পাই—পরিমাপের একক।

আর হাইরান হছি ডেড়-দুবছর হল্যঅ।
হামার উকিল-মুক্তায়ার কেউ নায়ঁ হুজ্যুর!
কুথা পাব দু-তিন কুড়ি টাকা, যে উকিল মুক্তায়ার লাগাব?
খাঁঠি বিচার কর হুজ্যুর! লেজ্জ্য বিচার কর!!

টুকু জউরে বইল্‌বে হুজ্যুর্!
আঘুয়েই[1] বলেঁ্যয়েছি ন, টুকু আড়্‌কালা বঠি!
কি বইল্‌ছ হুজ্যুর্? জমিনটা ছাঢ়্‌হাঁয় লিতে পাইর্‌বেক নাঁয়!
মিছা মামলা ঢিস্‌মিস্‌ হঁয়েঁ্য গেল?
তবে গলা ঝাড়েঁ্যয়ে একবার দমে জউরে চেঁচায়ঁলি হুজ্যুর—
শিরি চুনারাম মঁাহ্‌ত জীৎকার!!

বাপ-ঠাকুদ্দাদায় কী জ্যাতের নামটা রাখোঁ্যয়ে ছিল—
চুনা পুঁঠির সঁঘে রামনাম মেশাঁয়ঁ চু-না-রা-ম!
শালা, গায়ের লে, ন তার নামের লে—
অঁ্যাশটানি বাস উইঠ্‌ছে—গটা জীবন!!

রুঁজি-পুঁজি সউব্ সিরঁ্যায়ঁ, ছিল্‌হি "চুনারাম"—হয়েঁ্য গেল্‌হি চুনা!
ই দুন্যায়াটায় দেইখ্‌ছি—
মঁায়্যার মালিক মরদ আর মরদের মালিক টাকা।
টাকা-পইসা, জাইগা-জমিন নায়ঁ থাইক্‌লে—
বাঁচোঁ্য থাকাটা কি হায়রাণ হে বোহ্‌নই[2]!
শালা, গাঁয়ে-ঘরের জ্যাত কুটুম গিলাঅ নায়ঁ ভালে!
কুকুর-বিলায়ের লেখেন 'হাড়ি' 'হাড়ি' করেঁ্যয়ে খেদোঁ্য দেই।

১. আঘুয়েই—আগেই।
২. বোহ্‌নই—ভগ্নীপতি।

কুস্‌মীর কথাই বল্‌ ন !
এক ছুটর লে উঠা-বসা, ঘঁষা-পেষা করেঁ্যয়ে ভালবাসা হল্যয় !
দেখেঁ্যয়েঁ দেখেঁ্যয়েঁ বাঢ়্‌হালি, রাইতে কতবার স্বোপ্‌নালি,[১]
তার কি ন বিহা হয়েঁ্য গেল—
ঢের ধুরে—বড়লকের ঘরে।
কুস্‌মীর বাপে বইল্‌ল, নঁায়ঁ-নায়ঁ, চুনার সঁঘে বিটির বিহা দিব নায়ঁ
উয়ার চাল-চুল্‌হা কিছুই ন্যায়ঁ।
বিটি ছানাটাকে লদীর জলে ভাসায়ঁ দিতে নায়ঁ পাইর্‌বঅ !
ঠিকেই ত বলেঁ্যয়েঁছে কুস্‌মীর বাপে—
হামার খুখ্‌ঢ়া[২]-বাঁধা দড়িঅ নায়ঁ।
পরের বিটিকে খাওয়াব-পর্‌হাব কি ?
সেদিন লে ছাথির ভিথ্‌রে আঁগুন হদ্‌কিছে ত হদ্‌কিছেই[৩] !
চইখে কি আর তর্‌হা থানায়ঁ পাবিস ?
মনের আঁগুন মনেই সল্‌গিছে[৪] !

রাইতে টুকু স্থস্তি[৫] ঘুমাতে পারি নায়ঁ !
দেশে কি মশার উৎপ্যাত্‌ হয়েঁ্যছে হে !
শালা, মশায় কি আর মানুষ বাছে ?
রগা-ভগা যেমনেই হোক্‌ - ফাঁক্‌ পালে রকত্‌ চুষেঁ্যয়েঁ লিয়েঁ—
পেট ঢিল্‌[৬] করেঁ্যয়েঁ—ভন্‌ভনায়ঁ উড়েঁ্যয়েঁ পালায় !

ঢের দিন বাদে—
একদিন আচ্‌কা দেখা হয়েঁ্য গেল কুস্‌মীর সঁঘে।

---

১. স্বোপনালি—স্বপ্ন দেখলাম।
২. খুখড়া—মোরগ বা মুরগী।
৩. হদ্‌কিছে ত হদ্‌দিছেই—জ্বলছে তো জ্বলছেই, জ্বলেই যাচ্ছে।
৪. সলগিছে—জ্বলছে।
৫. স্থস্তি—স্বস্থভাবে।
৬. ঢিল্‌—ঢিলা, আলগা।

শ্বশুর ঘর লে—বাপের ঘর অস্যোয়েঁছে !
ক’লে একটা পদ্মফুল্যের লেখেন বেটা ছানা।
হামার দিগে আঙ্‌ুল্যল্‌ বাঢ়্হায়ঁ দেখায়ঁ দিছে—
হায়্ দেখ্ ন রে—বাবু, তর্ আর একটা মামা !
ভালবাসা ভেস্তায়ঁ গেলে—
যার বাপ হবার কথা—সে মামা হয়েঁ্য যায়।
হায়্রে কপাল ! হামি ঘড়ায় কি চইঘ্ব[1] ?
ঘড়া হামার পিঠেই চঘেঁ্যয়েঁ বইস্লঅ।
শিল নঢ়্হায় কপালটাকে ঠুকেঁ্যয়ে ফাটায়েঁ দিতে মন হয়।
আর, রাগে গর্গরায়ঁ—গলা ফাটায়ঁ ভগবানকে ডাক্তে—
মন করে—অ ভগা—ভগা হে—
কন্ ঠিনে লুকালি, হামার ডরে ?
লাগ্যাল্ পালে একেই চটে অদ্রায়ঁ দিব—
ভঁইখল্যা—ঠকান্ মাথাটা॥

---

১. চইঘ্ব—চড়ব।

ছানা ভুলানো ছড়া

একটা ছানা ডাবলা[১] লাড়ে
ইষ্টিসনে
আর একটা খায় লাডু মিঠায়
কপাটের আড়ালে
ডাহিন্যে বাঁয়েঁ দেইখ্‌ছি দুটাই
মানুষ ছানা
কেউ ফুলবাবু, কার কপালে
ছিঁঢ়হা টেনা।[২]
কেউ বা বাগাল, গরু চরায়
বাপে পুতে
মুনিষ ভাথুয়া খাইট্‌ছে কেউবা-
পেটের ভাতে।
যে যার জ্বালা লিজেই বুঝে
আর কে বুঝে?
বইস্‌বার টুকু জায়গা পেলে
শুতে খুঁজে॥

---

১. ডাবলা—টিনের কৌটা।
২. ছিঁঢ়হা টেনা—ছেঁড়া কাপড়।

পাহাড় ধারের গাঁ

পাহাড় ধারের গাঁ ! হামার লদী পারের গাঁ !
বিজ্‌লী বাতি নাঁয় রাস্তায়, পিচে পুড়ে নায়ঁ পা।
কাঁটা-লাটা-বুদার[১] বাদাড়,[২] ঠুঁঠ্‌হা গাছের গড়া
ভাঙা লদীর মস্ত কাতা, রাজা বাঁধের আড়া।

ভখা গরীব গাঁ ! হায়রে, বকা লকের ছা !
দিন মাঁস্যা পুয়াতি, রউদে হেঁস্‌ফেঁসাছে মা !
আত্‌ড়া ধারের গেঁঢ়্‌হি ঘুঘ্‌লি পাত্‌ড়ি ধারের পাত
থালা-থালি[৩] টিপ্‌লে,[৪] হাটে বিকলে হবেক ভাত।

সুখের লাগর লহর পহর গাহিইছে রসের গান
গরীব মানুষ উড়াছে তুঁষ কুথায় পাবিস্‌ ধান ?
চিকন-চাকন ছুঁঘ্যান্‌-মঁঘ্যান্‌ টক্‌টক্যা যৈবন
ভইখ্‌ল্যা জুয়ান বহু-বিটি, শুখনা বাছাধন।

মানুষ চুষ্যেএ মানুষ বাঁচে, কার যে কন্‌টা দেশ !
বুইঝ্‌তে লারি গগায়[৫] মরি ! কবে হবেক শেষ ??

কাটা-লাটা-বুদার—কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড়ের
বাদাড়—বেড়া।
থালা-থালি—শালপাতার বাটি ও থালা।
৪.টিপ্‌লে—সেলাই করলে।
গগাঁয়—চেঁচিয়ে।

হক্ কথা

দর্‌মরা[1] দিন, রকত্ ঝরা র‍্যাত
হাভাত ঘরের ভঁথায় গালে হাত
উপাস দিছে জুয়ান বহু-বিটি
খরায় মরা মানুষ, মুলুক, মাটি।

পড়া আকাশ এক ফঁটাউ নায়ঁ জল,
হালের গরু বিকব হাটে চল্
রুয়া-পুতা মিছাটাই হায়রান
শুখাঁয় যাছে, জরু-গরু-ধান।

মাথা কুইড়্ল্যেও কুঁয়ায় নায়ঁখ জল
ইঠিন সেঠিন[2]—অচল জলের কল,
আছে বল্‌দা নায়ঁ বহে রে হাল,
তার দুখ্‌ত আছেই চিরকাল।

ভর্‌থর্[3] নাচে ছিঁড়্লে রে মাস্তঅল্
নাচিস্ না আর ছ্যইল্ গিঁদা ঘিন্ ছ্যইল্
দাঁতে কাঠি দিয়েঁ হাঁসছ্যে লক—
হক্ কথাটা হবেকেই ত হক্ !!

১. দরমরা আধমরা।
২. ইঠিন্ সেঠিন্—এখান সেখান
৩. ভরথর—ভরপুর।

ডেড় বিঘা জমিন

জানিস্ চুনু[১] ভায় ?
বাঁধ নামর ঐ যে আড়ে লম্বে দেড় বিঘার সোল গুঢ়াটা[২]
গটাটা একদিন হামদের ছিল।
শুনিস্ নাঁয় ? এখন তক গাঁয়ের সব লকেই বলে
যদুর গুঢ়া।[৩]
যদু তর্-হামার ঠাকুদ্দাদার নাম ন ?
বাপে বইল্থ, দাদু ন কি আকাল বছর
মাহাজনের ঠিন্ এক আঢ়্হা ধান দাদন লিঁয়েছিল
চাইর্ ডবল বাইড়্ কষ্যেঁ যেখন বেজাঁয় হয়েঁ গেল
তেখন দাদুয়ে নাঁয় পাইর্ল দিতে।
কুথা পাবেক এত ধান, যে শদ কইর্বেক।
তুই ত তেখন আলছানা[৪]। হামার টুকু টুকু
মনে পড়ে, ঐ জমিনটায় একদিন
লাল ফতেঙ্গা[৫] গাঁড়্যেএ দিয়েঁ, ঢোল বাঁজায়
যেমন বিহা ঘর হছে লেখেন[৬]—
হামদের পুব্বা-পুরুষের জমিনটা
মাহাজনে নীলাম কর্যেঁএ লিল।
হামদের আর এক ছটাঁকও জমিন কুথাউ নাঁয়
বাপ মুনিষ খাটেঁ্যএ খাটেঁ্যএ, বেদম কাহিল হয়েঁ্যএ
গেল। মুঁহের লে রকত্ উঠেঁএ বাপ টাট্কাই

---

১. চুনু—ছোট।
২. সোল গুঢ়াটা—জলাজমির ক্ষেতটা।
৩. যদুর গুঢ়া—যদুর ক্ষেত।
৪. আলছানা—শিশু।
৫. ফতেঙ্গা—পতাকা।
৬. লেখেন—মতন।

মরেঁ্যএ গেল।
মায়েঁ আর কি কইর্‌বেক?
কটা-ভাচা[1] করেঁ্যএ, তকে-হামকে—
এক ডুভি[2] মাঁড়-ভাত দিথ।

জানিস্ চুনু ভায়? মাঁয় ন, এক একদিন
রাঁধা ঘরের কুনে বসেঁ্যএ
ফুঁফায় ফুঁফায় কাঁইদথ।
হামি জিগাস কইর্‌লে বইল্‌থ,
পেট টা দুখাছে রে মুনু[3]!
চুনু ভায়, তুই ত এখন ভুখল[4] জুয়ান হয়েঁছিস,
পঢ়্হা লেখা কইর্‌ছিস।
তিন-চাইর্‌টা পাশ কইর্‌লে আপিসার হয়েঁ
যাবি
তেখন মেমের লেখেন বহু বিহা করেঁ্যএ
কইলকাতা পালাঁয় যাবিস্ নাঁয় ত?

১. কটা-ভাচা—ঝাড়খণ্ডী মজুরী প্রথা বিশেষ।
২. ডুভি—বাটি।
৩. মুনু—মেয়ে।
৪. ভুখল—বিরাট।

হুকুড় গড়ুম্[১]

হুকুড় গড়ুম্ ধম্‌সা মান্দল বাঁদ্‌না মকরে[২] !
তলের মাটি উপর হছে টাঁইড়্যো-টিকরে !
আঁগুন লাগুগ মুখ্‌পড়াদের তেলুয়া গতরে
বিহন পুড়া[৩] সিরাঁয় গেল,[৪] ভখা ভাদরে[৫] ।

গির্‌হা[৬] গিলা ভাতুয়া[৭] খাটাঁয়, ডুবায় বেতন ধান
ইধার উধার বেদম আঁধার গটা বছর টান
বহু-বিটি, ছানা-পনার ঝরছ্যেএ চইখের জল
থাম্ মহনা, থামা ঝুমুর, আন্‌সাট্যা[৮] মান্দল !

কুল্‌কুলি দে কুল্‌হি-কুল্‌হি কাঁড়-কাঁড়বাশ আন্
খালভরাদের গালমারা শুন, সব শালা সমান
ঝিমাঁয় ঝিমাঁয় থিথাঁয় থাকা মাহিচ্যা লকের কাজ
মরদ যদি বঠিস্, রাগে হুঁক্‌র্যেএ উঠ্‌ন আজ !

রগ্‌দা রগ্‌দি চলুক্ ইবার, চলুক্ গুড়দা-গোল
মাটি-কাঁপাঁয় চলুক্ ঝাঁপান, বাজুক্ বিষম ঢোল !!

১. হুকুড় গড়ুম্—ধমসার বোল।
২. বাঁদনা মকর—ঝাড়খণ্ডের সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ দুটি উৎসব।
৩. বিহন পুড়া—বীজধানের পুড়া। পুড়া খড়ের দড়ি দিয়ে নির্মিত ধান রাখার এক ধরণের মরাই বিশেষ। পুড়ার ব্যবহার ঝাড়খণ্ড ছাড়া অন্যত্র দেখা যায় না।
৪. সির্‌াঁয় গেল—শেষ হয়ে গেল।
৫. ভখা ভাদরে—ক্ষুধিত ভাদ্রমাসে। ভাদ্র মাস ঝাড়খণ্ডী জীবনে সব চেয়ে অভাবের মাস।
৬. গির্‌হা—যে গৃহস্থ ভাতুয়া খাটায়।
৭. ভাতুয়া—যে মজুরের মজুরী ভাত।
৮. আনসাট্যা—আনাড়ি, বেতালা।

সরজমিন

বুঝ্ল্যে হে সাঁঙাত[১] !
বুলান গড়ার[২] বড়্হনা গুড়্টা[৩]
পহিল আষাঢ়েই লাগায় দিলহি !
আটদিন যাতে নাঁয় যাতে—
কি হালি হল্যাঅ হে !
যেমন লৈতন মেঘ ভাঙ্যাএ পইড়ছ্যেএ !
ধুরের লে[৪] থানালে,[৫]
কাল্যাআ ভমরের লেখেন ![৬]

ভাদর্যাআ উছুকে বহুটা নাঁয় পাইরথ্
রাইতে ঘুমহাতে !
কেনে পাইরবেক ?   দো-জিব্হা[৭] ছিল না ?
দুটা জিব্হে নিকাশ[৮] টাইন্ছ ন ?
ধুলা জব্রার উপ্রেই ভঁতায় শুয়েঁ্যা পইড় থ !

গুচ্ছেখ কাল্যাআ চুইল আওলায়ঁ[৯] দিয়েঁ
লোঅট-পোঅট খাথ্যঅ ![১০]
তেখন হামার মনে হথ্যঅ যে,

১. সাঁঙাত—স্যাঙাৎ, বন্ধু।
২. বুলান—বাঁধের অতিরিক্ত জল নির্গমনের পথ। বুলান গড়ার—বুলানের নীচের।
৩. গুড়াটা—ক্ষেতটা।
৪. ধুরের লে—দূরের থেকে। লে প্রত্যয়। কাছেরলে—কাছ থেকে, মাটিরলে—মাটি থেকে।
৫. থানালে—দেখলে।
৬. লেখেন—মতন।
৭. দো-জিব্হা—গর্ভবতী।
৮. নিকাশ—নিঃশ্বাস।
৯. চুইল আওলায়ঁ—চুল এলিয়ে।
১০. লোঅট-পোঅট খাথ্যঅ—গড়াগড়ি খেত।

বুলান ধারের টেট্-টেরান ধান বিলটা[১]
হামার সঁঘেই শুয়েঁ আছে।

বুঝ্ল্যেএ হে সাঁঙাত!
ভাদর গেল, আশিন গেল, কাত্তিকের
মাঝামাঝি শিস্‌গিলা আগ্‌ঝলকা দিয়েঁ
উঠল্যঅ!
মনে মনে ভাব্‌লি, ইবার দুঃখু ঘুচ্‌ল্যঅ!
কি আর বইলবঅ সাঁঙাত! দুখের কথা?
একদিন ভউরে বিল যায়েঁ দেখি,
রাইতেএ কন্ শালারা আদ-পাকা ধান
গিলা কাটেঁ্য লেগেছ্যেএ!
এত কষ্টের রকত্-জল-করা ধান গিলা
লিয়েঁ পালআলঅ কে?

ডেঙা[২]-পর্‌হা পরাণ জেঠা,
ঠেঙা ঠুক্যেঁএ ঠুক্যেঁ পাশকে আল্যঅ!
চুপু চুপু কানে কানে বইলঅ,
কবে তর বাপ ন কি জমিনটা
হেন্‌ড্-নট দিয়েঁ ছিল, মাহাজনের ঠিন্[৩]!
মাহাজনের পুষা গুন্‌ঢা গিলা আস্যেঁএ
ধান কাটেঁ্য দখল লিল জউরে!
কি আর কর্‌বিস্ বাপ?
সব কপাল! লকে বলে ন—

১. টেট-টেরান্ ধান বিল—গর্ভবতী ধান গাছে ভরা ক্ষেত।
২. ডেঙা—টুকরো কাপড় যাতে লজ্জাস্থানটুকু মাত্র আবৃত হয়।
৩ মাহাজনের ঠিন—মহাজনের কাছে।

"আকাশকে খুঁটা নায়ঁ, বড় লক কে
উত্তর নাঁয় !"

বহুটা কষ্ট পায়েঁ্যএ, পায়েঁ্যএ
একটা মরাছানা পর্‌শব্‌ কইর্‌ল্যঅ !
কি বইল্‌ব হে সাঁঙাত !
সে সব দিনের গত কথা মনে হলে
কাঁচা রকতে—আগুন ধরেঁ্যএ যায় !!

পহিল খুখ্ড়া ডাকছ্যেএ[১]

হাড় কিপ্টা মঁড়ল মড়া
দে ধাস্যেঁএ দে।[২] আঁগুন জুঁম্‌ঢ়া[৩]!
পিঠা পড়ার লেখেন[৪] পুড়ুক্ মুখ!

ডবল সুদে টাকা খাটাঁয়!
পাকা[৫] কইর্‌ল বাপে-বেটায়!
হাম্‌রা মইর্‌ছি ধূলা ঝাটাঁয়
গটা জীবন দুখ!

মায়াঁ-মরদ, মুনিষ-কামিন,
এক কাঠাও নায় নিজের জমিন
উজ্‌ড়্যা[৬] কামের কি আছে ভায়, দাম!

যেদিন জুটে, সেদিন জুটে,
বেশীর ভাগ দিন বেকার কাটে
ভথে লঁউটেঁ্য ভাঙা খাট্যেএ
শুনি "লাল সেলাম"!

১. পহিল—প্রথম। খুখ্ড়া—মোরগ।
পহিল খুখ্ড়া ডাকছ্যেএ—রাতের আঁধারের শেষে প্রথম মোরগের ডাক নূতন সূর্যোদয় ঘোষণা করছে।
২. দে ধাস্যেঁএ দে!—দাও ছ্যাঁকা দাও।
৩. আঁগুন জুঁম্‌ঢ়া—মোটা কাঠের জ্বলন্ত আগুন।
২.৩. মোটা কাঠের জ্বলন্ত আগুন দিয়ে ছ্যাঁকা দাও।
৪. পিঠা পড়ার লেখেন—পিঠে পোড়ার মতন। (ঝাড়খণ্ডী মানুষ শালপাতায় চালের গুঁড়ো ভরে আগুনে ঝলসে নিয়ে এক ধরণের পিঠে তৈরী করে।)
৫. পাকা—পাকাবাড়ী, দালান।
৬. উজ্‌ড়্যা—অনিশ্চিত।

পহিল পহিল ভালবাসেঁ্যএ
ভাত-তরকারি খাওয়ায় ঠাসেঁ্যএ
কতরকম 'পলোসি' যে জানে,
লৈতন লৈতন[1] দমে আদর !
পুন্না হলে ঘাটের পাথর
সিনান বেলায় ঠেং ঘুষেএ—লক জনে !

হাম্‌রা আছি পাড়াগাঁয়ে
অদের চইখে মানুষ লহে
হাম্‌রা কাঁদল্যেএ, অর্‌হা বেদম হাঁস্যে !

সির্ঁায়[2] আসছ্যেএ—অদেরঅ দিন !
জাগ্‌ছ্যেএ দেশের ভায়-বহিন !
ভউরের[3] পহিল খুখ্‌ড়া ডাকছ্যেএ শেষে !

১. লৈতন লৈতন—নূতন নূতন।
২. সির্ঁায়—শেষ হয়ে আসছে।
৩. ভউরের—ভোরের।

ছ্যইল গিঁদা ঘিন্

ছ্যইল্ গিঁদা ঘিন্ ![1] ছ্যইল্ গিঁদা ঘিন্ !
ছ্যইল্ গিঁদা ঘিন্, ছাইল্ !

মানুষ ছানায় কুঁঢ়্হা[2] খাছে,
বাছুর ছানার খ্যইল[3] !

ভুগ্ড়ার ঘর[4] উজড়াঁয়[5] দে—
খুখ্ড়া মরাব !

গতর খাটায়ঁ খাছি-দাছি,
কিসের ডরাব ?

লুহুর্ পুহুর্ আল্ছানা,
কাআল্ হয়েঁছে !

চিচ্রা গালেঁ্যএ গটা পাড়া
চম্কা করাঁয় ছে !

বাম্হণ ঢেমন[6] ছুঁলে ছুঁয়াছ !
পিছ্লঅ নেত্যুড় মাছ[7] !

সুতা-বেধা ধবঅ মানুষ !
লতা-বেধা গাছ !

১. ছ্যইল গিঁদা ঘিন্—নাচ বা বাজনার তাল।
২. কুঁঢ়্হা—কুঁড়ো।
৩. খ্যইল—খইল, খোল।
৪. ভুগড়ার ঘর—ছিটেবেড়ার দেওয়াল দেওয়া ঘর।
৫. উজড়াঁয়—উম্মুক্ত করে।
৬. ঢেমন—ঢ্যামনা।
৭. নেত্যুড় মাছ—পাঁকাল মাছ।

হায়্ দেখ্ খাঁধি ! হারামজাদি !
জউরে হাঁসিস্ না !
মছুল মুঢ়্হার উপ্রে বসেঁ্যএ
বিনাঁয় কাঁদিস্ না !

আয় লো ঢাঙি[১] ! বাদাড় ভাঙি
ভুখল[২] টাঙি ধর্ !
মায়াঁ-মুঁহা[৩] মরদ গিলার—
ডরে আইস্ছ্যে জ্বর !

ঠেং-হাত ঝাড়েঁ্যএ দেখা এখন—
ভানুমতীর খেএল,
কাওয়া[৪] গিলার কি লাভ হবেক্
গাছে পাকল্যে·এ বেল !!

১. ঢাঙি—লম্বা মহিলা।
২. ভুখল—বিরাট।
৩. মায়াঁমুঁহা—মেয়েমুখো, মহিলা স্বভাব।
৪. কাওয়া—কাক।

কাঁদনা[1]

দ্যেশ কাঁদে দ্যেশবাসী কাঁদে
পরব-ভাঙা হাট
মড়ার উপ্‌রে খাঁড়ার ঘায়ে
কাঁইদ্‌ছে শ্মশান ঘাট
হাঁসা[2] লকের হিঁসার হাঁসি
চাষাভুষার ঘাম
ঠক্‌ বাইছ্‌তে গাঁ উজ্যেড়্‌ হল্যঅ
ছাপু[3] রহিইল্‌ নাম।

সউব হারায়েঁ কাঁইদ্‌ছে মানুষ
পাহাড়-ডুংরী-বন
শুখ্‌না ঠুঁঠে[4] বসেঁ্য কাঁইদ্‌ছে
বিহালী[5] যৈবন !

কাঁদ্‌না শুনেঁ্য শুনেঁ্য রাগে গর্‌গরাছে গা,
হাড়ে হাড়ে বজ্‌ড়াবজ্‌ড়ি[6] দুখাছে হাত-পা॥

১. কাঁদনা—ক্রন্দন।
২. হাঁসা—ফর্সা।
৩. ছাপু—লুকোন।
৪. ঠুঁঠে—গাছের ডগায়।
৫. বিহালি—শেষ করলি।
৬. বজড়াবজড়ি—ধাক্কাধাক্কি।

চিলহ্যাট্[১]

ধবয়[২] ধবয় ধব্‌ল্যাট্
ধূলায় ধূলায় ধূল্যাট্
জবর দখল বন জঙ্গল
চিল, চিল, চিলহ্যাট্।

একটা ছুঁড়ার কহ্‌নি
মড়ার লেখেন[৩] চাঁহ্‌নি
হাড় চিবাছে মাঁস চিবাছে
শুগ্‌নি[৪] গিলার প্যাখ্‌স্যাট[৫]।

রকত চুষা কারবার
চাষা ভুষার দরবার
সহজ বাজায় লিলজ[৬] গাহে
ভিথ্‌রি বহি হিড়্‌ফাট্।

কেউ পাছে ন'ায়[৭] তেল নুন
কেউ বা ধুইন্‌ছে— রামধুন
মানুষ মারা মকমকানি
আচ্‌কা টাকা ছইল্যাট্॥

১. চিলহ্যাট্—চিল তাড়ানো শব্দ।
২ ধবয়—সাদা।
৩. লেখেন—মতন।
৪. শুগ্‌নি—শকুন।
৫. প্যাখ্‌স্যাট্—ডানা ঝাপটানো।
৬. লিলজ—নির্লজ্জ।
৭. পাছে ন'ায়—পাচ্ছে না।

জল্ কে

কুথায় যাছিস্ ?	জলকে ?
ভড়া কল্সী	ছল্কে !
দরপড়া মন	জ্বলন পুড়ন
চইখের জল	বল্কে[1] !
হাড় পাঁজ্রা	ঝাঁঝ্রা
জীবন-পড়া	আঙ্রা
ধুঁগায় ধুঁগায়	তুঁষের আঁগুন
ছাথির ভিথ্রে	হদ্কে[2] !
কেউ কুথাউ নায়	ডাইক্তে
একলা হবেক্	থাইক্তে
জল্কে যায়েঁ	চক্‌বকায়েঁ
আধ্খাঁড়া চাঁদ	দেইখ্তে।
ছিঁঢ়্হা জালটা	পাত্লা
পাল্যালঅ	রুই-কাত্লা
ভুখল ভুখল	চালাক মাছরা
আইস্বেক	চার চাইখ্তে।

১. বল্কে—উছলে ওঠে।
২. হদ্কে—ধিকি ধিকি জ্বলে।

পাহুড়[১]

আয় হে হাউসি,[২]   গাঁউলি ক্যাঁৎকার[২] !
ঝিঁঝ্রা সাঁড়্হা[৩]   হল্যয় জীৎকার !
সুঁড়কে সুঁড়্ধর্ বনিয়্যাঁ[৪] পালায় যাছে ।
লৈতন পাজান[৫]   ঢুইকুল উজা[৬]
বাঁকি ক্যাঁৎটা   রকত ভিজা
হারুয়া পাহুড়   দমে ছট্ছটাছে ।

ভুখল[৭] পাহুড়   লেইগ্ছি ঝুলায়ঁ
রাস্তার লকে   আড়ে থানায়[৮]
জিত্ল্যে মজা,   হাইর্লে বেদম দুখ ।
ছুটু ছুটু   ছানাপনা
মাঁস তরকারি   মকর বাঁধ্না
ভখা-ঢুখার পেট ভইর্লেই সুখ ।

এক কিলো মাঁস   কুড়ি টাকা
কিন্ছে চালাক,   ভাইল্ছে[৯] বকা
পাহুড় পালে তবেই জুটে মাঁস ।
গরীবের গতরের   গরব
যেদিন জুটে   সেদিন পরব
বড়লকদের পরব বার মাস !

১. পাহুড়—মোরগের লড়াইয়ে পরাজিত মোরগকে বলা হয় পাহুড় ।
২. হাউসী/ক্যাঁৎকার—দুটিশব্দ প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় । এই হাউসী বা ক্যাঁৎকার মোরগের পায়ে লড়াইয়ের সময় ক্যাঁৎ বা একধরনের ধারালো ছুরির মত বেঁধে দেয় এবং লড়াইয়ের প্রতি স্তরে মোরগকে ধরে ফেলে নূতন করে লড়াইয়ে উৎসাহ যোগায় ।
৩. ঝিঁঝরা সাঁড়হা—বহু বর্ণে রঞ্জিত মোরগ ।
৪. বনিয়্যাঁ—এক রঙের উপর সাদা বুটি ছড়ানো রঙের মোরগ ।
৫. পাজান—পাজানো, শান দেওয়া,
৬. উজা—সোজা । ৭. ভুখল—বিরাট । ৮. থানায়—দেখে । ৯. ভাইল্ছে—দেখছে ।

গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে

গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে পাহাড়-ডুংরী[1]
গতর-খাটাগাঁ !
গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে হেলকা-বাঁকার[2]
দখ্যল ছাড়া ছা !

গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে বাঁধনা-ঘরের
আঁধার কুণের মায়
শুখ্‌না চইখে ভইখ্‌ল্যা ভখে
কাঁদ্‌না ঝইর্‌ছে নাঁয় ।

গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে মুনিস-ভাথুয়া
কামিন পাজায়[3] 'দা'[4]
গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে জ্‌য়ান ছক্‌রা
রাগে গর্‌ গর্‌ রা

গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে রুখ্‌হা-শুখ্‌হা
খর্‌হায়-মরা দিন !
গর্জে‍্য উইঠ্‌ছে রকত-ঝরা
জনম মাটির ঋণ ॥

১. ডুংরী—ছোট পাহাড় ।
২. হেলকা-বাঁকা—প্রতিবন্ধী ।
৩. পাজায়—শান দেয় ।
৪. দা—কাস্তে ।

বহু[১]

আঁধন্[২] দিয়েঁ বসেঁ্য আছি আড়্বেলায়
কি মেরাব[৩] ? ঠন্ঠনাছে হাঁড়ি-কুঁড়হি
কুঢ়্হ্যান্ কাঠে চুল্হার আঁগুন দিল্হি সলগায়ঁ[৪]
উধার খুঁইজ্তে গেছে পাড়ায় শাহ্ড়ি বুঢ়ী।

ভখের জ্বালায় ছটফটাছে ছানাপনা
ভাগ চাষের ধান সিরাঁয় গেল বিহন বাইড়ে
লগদ লিতে লগদি কইর্ছে আনাগনা
ভর্খর্ রউদে ভখে-মরা দু'পহরে।

জামিন কইর্তে বিক্লিহি জমিন জলের দরে
ধার শোধ দিতে নিপ্যাঁজ হল্অ ছাগল-ভেড়া
গলা-কাটা বাবুর বেটা গায়ের জউরে
লেইগল পুন্না[৫] ভুঃখল্[৬] একটা গায়্যা সাঁড়হা[৭]।

কখন আল্যঅ, কখন গেল, লৈতন যৈবন
ভখে শুখায়ঁ কিছুইত ভায়, বুইঝতে লারি
জুয়ান বহু ছিঁড়হা শাড়হী ঘুইর্ছি চন্চন্
যখন জুইট্বেক, তখ্নেই হবেক্, কি আর করি ?

১. বহু—বৌ।
২. আঁধন—ওদন, শিশু কাঁদে ওদনের তরে—মুকুন্দরাম। ঝাড়খণ্ডী বাংলার বৈশিষ্ট্য অনুসারে নাসিক্য ধরণির প্রাচুর্যের জন্য, ওদন আঁধন রূপে উচ্চারিত হয়।
৩. মেরাব—সিদ্ধ করার জন্য হাঁড়িতে দেওয়া। সাধারণতঃ চাল এবং ডালের ক্ষেত্রেই মেরানো শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
৪. সলগাঁয়—আগুনকে বহ্নিতে পরিণত করার নাম আগুন সলগানো।
৫. পুন্না—পুরাতন।
৬. ভুখেল্—বিরাট, বড়।
৭. গায়্যা সাঁড়হা—খাসী মোরগ।

মুনিস-কামিন[1]

পাতাল ফুঁড়েঁ্য উইঠ্ছে মানুষ মক্‌মকায়ঁ !
অভাবে আর ভখের জ্বালায় অক্‌বকায়ঁ[2] !
আগুড় দিয়েঁ কে টেকাবেক্ বহির জল !

কুড়হাড়, কাতান,[3] কদাল, শাবল কন্‌টা কার ?
কাঠ-কাটা আর মাটি-কাটা হাল-হাথার
মুনিস-কামিন আইস্‌ছ্যে যেমন ঝড়-বাদল ।

দিতেই হবেক্ একটা না হয় একটা কাম
ভাতের জগাড়, দিন খাটালির উচিত দাম
একটা যাহোক্ কইর্‌তে হবেক্ শেষ উপায় ।

বাঁচার নেশায় টল্‌মলাছে মদ-মাতাল
গতর খাটায়ঁ পাহাড় ফাটায়ঁ কাইট্‌ছে খাল
ঘাড় বাঁকায়েঁ হাল চালাছে আড়্‌বেলায় ।

পাতাল থাইক্‌তে উইঠ্ছে মানুষ মক্‌মকায়ঁ
মাইন্‌বেক নঁায়, কি হবেক্ আর মুখ বাঁকায়ঁ
হাজিরা ঠিক্‌ঠিক্, কইর্‌তে হবেক্, নাম হাঁকায়ঁ ॥

১. মুনিস-কামিন—মজুর-মজুরাণী।
২. অববকায়ঁ—অস্থির হয়ে ।
৩. কাতান—কাটারি।

লাচ বাঁদরী লাচ

লাচ বাঁদ্‌রী লাচ্‌
কুঁঢ়্‌হা[১] খায়েঁই বাঁচ্‌
ফল্‌-পাক্যড়্‌ সউব্‌ সির‍্যায়ঁ[২] গেল
রহিইল্‌ হাথের পাঁচ।

কেঁদ-ভুঁড়্যারের বন
বাঁদ্‌রী, কি খাবার মন ?
ইডাল্‌ উডাল্‌ লাফায়ঁ বুইল্‌তে
একটাও নাঁয় গাছ।

মহুলবনি গাঁয়ে নায়ঁখে[৩]
একটা মহুল গাছ
খাল ঢড়াটা[৪] ভাথায়ঁ[৫] দিল
কুথায় ধর্‌বিস্‌[৬] মাছ ?

লাচ্‌ বাঁদ্‌রী লাচ্‌
বাইগন্‌ খায়েঁ বাঁচ্‌
বনের ফল্‌-ডল্‌ সউব্‌ সির‍্যাল
রহিইল্‌ হাথের পাঁচ॥

১. কুঁঢ়্‌হা—কুঁড়া। ধানভানলে কুঁড়ো দেব, ইত্যাদি।
২ সির‍্যায়ঁ—শেষ হয়ে। নামধাতু হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছে।
৩. নায়ঁখে—নেইকো।
৪. ঢড়া—গর্ত।
৫. ভাথায়ঁ—ভরাট করে।
৬. ধর্‌বিস্‌—ধরবে।

পরের ঘর

সবুজ শাড়্হি রেশমী চুড়ি
কিনেঁ্য দিলিস্ নাঁয়
বাঁধ্না পরব সিরায়ঁ গেল
লিতে আলিস্ নাঁয়
চাষা-ভুষা বাপ
বড় ঘরে বিহা দিয়েঁ কইর্‌ল বেদম পাপ।

খিড়্কি ধারে মস্ত পুখ্যর রুই-কাতলা মাছ
বেজায়ঁ জমিন মুনিস-কামিন, দশটা হালের চাষ
পাড়া গাঁয়ের বিটি
শহর আসেঁ্য যেঠিন সেঠিন বদম্ বজ্ড়ায়ঁ হছি[1]।

তসর কাপড় খসর্-মসর্
লৈতন বিছা হ্যার
কামড়াছে আর অসজ লাইগ্ছে
হিঁসকা[2] নাঁয় হামার।
চিকন বিছনা পাতা—
কুথায় গেল বাপের ঘরের
মইলা ছিঁড়্হা কাঁথা।
মনে পইড়্ছে ভখা-দুখা-বাপের ভাঙা ঘর
তিতা লাইগ্ছে ভাত তরকারী ধান-মরা বছর॥

১. বজ্ড়ায়ঁ হছি—ধাক্কা লেগে আঘাত পাচ্ছি।
২. হিঁসকা—অভ্যাস।

দর্‌মরা দিন[১]

নিজের চইখে দেখ্যোঁ আল্‌হি, মায়রে দাদা!
চিকন ঢেম্‌নার চাম্‌ড়া ছুইল্‌ছে, চামটু লধা[২]!
বকা-ভখা ভুলায়ঁ ভালায়ঁ ভট্‌ লিয়েঁ
হল্‌হল্যা সাপ চক্‌কর্‌ তুইল্‌ছে, খরিস হয়েঁ।

কি বইল্‌ব আর, তর-হামার দুখের-কথা
ধূলা জব্‌রায় লট্‌পটাছি ছুঁছলাতা[৩]
পেটে নাঁয় ভাত, পর্‌হা পঁচা-ছিঁড়্‌হা টেনা
হরিবল্‌ দে! গরীব গাঁয়ের ছানাপনা।

বাজে ঢাক ঢোল, ভিতরে খোল, কঠিন কাইদা,
চ্যার্‌ধারে ফাঁক, দুয়ার গড়ায় আঁক[৪] বাঁধা
কেউ বুঝে, কেউ বুইঝ্‌তে লারে নৈতন কথা
হাঁইস্‌তে হাঁইস্‌তে, কাইশ্‌তে কাইশ্‌তে পেটব্যথা।

কঠিন লকুটা টেরায়্‌[৫] ভালে[৬] ভিথরে ভিথরে
হাম্‌কে দেখ্যোঁ অনেক রকম ভাঙ্‌না করে
নাঁয় চাষবাস, শুখ্‌না উপাস গরীব জীবন
আজ মাসভাথ কাইল্‌কে হাভাথ! ঘুইর্‌ব ঢন্‌ঢন্‌॥

১. দর্‌মরা দিন—আধমরা বা মৃত্যুমুখী দিন।
২. চামটু লধা—চামটু (নাম বিশেষ), লধা-লোধা উপজাতি।
৩. ছুঁছ লাতা—বাড়ী ছোঁচ দেওয়ার জন্য ন্যাতা।
৪. আঁক—বাঁশের আগড় বা কপাট।
৫. টেরায়্‌—ট্যারা হয়ে।
৬. ভালে—তাকায়।

খর্‌হা[1]

খর্‌হা খর্‌হা খর্‌হা
শুখাঁয় গেছে নাড়ি-ভুঁড়ি
চইখে নায়ঁখ ধার্‌হা।

মইর্‌ছে মইর্‌বেক চাষাভুষা
চইল্‌বেক্‌ মাহাজনী
ছাগল-ভেড়া, গরু-কাড়া[2]
হাটে চালায় আমদানি।

গহনা-গাঁঠি ঘটি-বাটি
বন্ধক দিয়েঁ দিয়েঁ
কুঁজি পুঁজি সউব্‌ সির‍্যাল
পড়া পেটের দায়েঁ্য।

খাতে নাঁয় পাঁয় মইর্‌ল তাঁতি
কানা গণক ঠাকুর
জ্যাত মইর্‌ল ন মানুষ মইর্‌ল
ভাইল্‌ছে নাঁয় কেউ চতুর।

খর্‌হা খর্‌হা খর্‌হা
দেড় বিঘা চাষ শুখ্‌না উপাস
ইপাশ-উপাশ মরা।

শুখাঁয় শুখাঁয় মইর্‌ছে মানুষ
বার বর্ণ্ন জ্যাত
ভখা-তুখা গুইটায়ঁ লেইগ্‌ছে
আঁইঠা-জুঁঠা[3] ভাত॥

১. খর্‌হা—খরা
২. কাড়া—মহিষ। ৩. আঁইঠা-জুঁঠা—এঁটো কাঁটা।

হিড়ের উপ্‌রে কাঁদে

হিড়ের উপ্‌রে কাঁদে আলছানা, ঘাঁসের বিছ্‌নায়
আয় দুধ দিয়েঁ যা মা, তবে ঘুমাবেক্‌ কিছুখন্‌
একদিনে টানা কুয়া, গটাদিন জলে অকাদায়
তলা গুড়্‌হা, কুয়া বিলে, আনাগনা বড় জ্বালাতন।

শরাবন মাঁসে ভিজেঁ্য যে ছানাটা মানুষ হয়েঁ্যছে
জ্বলেঁ্য-পুড়েঁ্য গেছে নাড়ী ভর্‌খর্‌ ভাদরের ভখে
কড়্‌রা-পড়া তার হাথে ভাঙা জমি সিল্‌সিলাট্‌[1] হছে
ভিখা ছাঁটেঁ্য, আড়্‌ধরেঁ্য, চাষার ছানাটা চাষ শিখে।

গতর খাটায়েঁ খায়, ভাগচাষী, গরীবেই বঠে
ভাড়েঁ্য-ভুড়েঁ্য[2] মাহাজনী, ধঁখা দিয়েঁ নাঁয় হক ধনী
খুখ্‌ঢ়া-ভাকা ভউরে উঠেঁ্য ঘরগুষ্ঠি একসঁঘে খাটে
পেটভরা মাঁড়-ভাথ, মটা-রঠা তাঁতি বুনা ভুনি।

সুদখোরি মাহাজনী, বড়লকি মুখের ফুটানি
ছাথির ভিথরে জ্বলে ধিকধিক্‌ তুঁষ্যের আঁগুন
লক ঠকাবার ঠাঠ, জুহাচরি হয় জানাজানি
গরীব গেড়ায়েঁ খায়, লাজ নাঁয়, মুঁহে কালিচুন॥

১. সিল্‌সিলাট্‌—চকচকে।
২. ভাড়েঁ্য-ভুড়েঁ্য—ভুলিয়ে-ভালিয়ে।

পূবে বেলা উঠা দেখাছে[1]

এক হুটি ভাত   এক খাঁড়া রুটি   এক ডুভি[2] টক্ আমানি[3]
কে দিবেক্ তকে   তামাম মুলুকে   তেমন মানুষ দেখিনি।
বল্ ন বহিন   কুথায় পাবিস্   দয়মরা দিনে দরা-খুদ
গটা গাঁয়ে আর   পাবি ন'ায় ধার   দিলেউ, লিবেক্ দমে[4] সুদ।

শুখা হুনিয়ার   ভখা-হুখাদের   সত্যেই কন্ জ্যাত ন'ায়
উঁচা উঁচা জ্যাত   বুচা[5] হয়েঁ যায়   যার ঘরে ভায়, ভাত ন'ায়।
গরীবের হুখে   আড়ে আড়ে দেখেঁ   যাবুহা মনে মনে হাঁইস্ছে
হাঁইস্বার দিন   সিরাঁয় যাছেরে   কাঁইদ্বার দিন আইস্ছে।

বকা মানুষকে   মুনিস খাটায়ঁ   যত রুঁজি-পুঁজি বাঢ়ালি
টাণ্ডিটা উঁচায়   লিবেক্ ছাড়'ায়   সত্যেই বলি, মা কালী!
পরের ধনের   পরধানি করা,   মায়াঁ মুঁহাদের মঁড়লি।

রগ্দা রগ্দি[6]   চালাছে রাগদা   ভুটাল পাটন পাজাছে[7]
পরাণ মাহাত   পাতালে বেত্যালে   বেদম ঝুম্যুর হাঁকাছে
আঁধারি র‍্যাতটা   ফইচ্ছ'ায় যাছে,[8]   পূবে বেলা উঠা দেখাছে॥

১. পূবে বেলা উঠা দেখাচ্ছে—পূর্বাকাশের সূর্যোদয় দেখা যাচ্ছে।
২. ডুভি—বাটি।
৩. আমানি—ভাতের ফেন।
৪. দমে—প্রচুর, অত্যন্ত চড়াহারে।
৫. বুচা— সাধারণতঃ disfigure অর্থে কিংবা ভাঙা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, কলসীটা বুচা হয়ে গেছে। এখানে গৌরব হারানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৬. রগ্দা রগ্দি—তাড়া করা।
৭. পাটন পাজাছে—তীরের ফলায় শান দিচ্ছে।
৮. ফইচ্ছ'ায় যাছে—পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

জীব্নার মা

অ-বাপ্ জীবন রে—
হাম্‌কে ছাড়্যেঁ, কুথায় গেলিস্ বাপ ?
তকে যে বারণ কর্‌লিহি
য্যাস্‌না বিবাদী জমিনে।
অর্‌হা বড় লক্ বঠে
অদের ঘরে জড়া জড়া বন্ধুক আছে
গণ্ডা গণ্ডা গন্ড্যারের লেখেন গুন্ঢা আছে
তুঁই ভখা-ভূখার ছানা
কেনে পার্‌বিস্ অদের সঁঘে ?
মঁায়ের কথা নঁায় শুন্‌লিহি বাপ!
হামকে আরও ধম্‌কায়ঁ উঠলিস্
তবে কি বাপ্ অতি জমিনটা
ছাড়্যেঁ দিব ন কি ? জাহানের ডরে[১]।
দশ কাঠার শিয়াল ঘুটুটা নঁায় থাইকুলে
কি এমন ক্ষেতি হথ্য বাপ ?
তুঁই ত হামার থাইকুথিস্!
নঁায় বা হল্য চাষের ধান, মুনিস খাঁট্যে খাথিস্
এখন জুয়ান বহ্ড়ি, ছুটুছুটু লাতি পুতি
গিলা লিয়েঁ কুথায় দাঁড়াব ? কি কইর্‌ব ?
এত যে কাঁইদ্‌ছি
চইখের লে এক ফঁটাও জল পইড়্ছে নঁায়
জনম দুখের খর্‌হায়, চইখের জলটাও
টানায়ঁ[২] গেল ন কি ?

১. জাহানের ডরে—প্রাণের ভয়ে।
২. টানায়ঁ—শুকিয়ে।

ছাতির ভিথরে দক্‌দকাঁয় দমে আঁগুন সল্‌গিছে[1]
র‍্যাত-দিন ভিথরটা জ্বলেঁ্য পুড়েঁ্য পাঁশ[2] হয়েঁ যাছে
দেখ্‌ মা গড়ম বুঢ়্‌ছি
হামার দয নায়ঁ, আর সহিইতে পাইর্‌ছি নাঁয়
রকত মাঁসের আঁগুন ছিইট্‌কাঁয়—
গটা ছুনিয়াটাকে হদ্‌খাঁয়[3] দিব ॥

১. সল্‌গিছে—শিখা হয়ে জ্বলছে।
২. পাঁশ—ছাই।
৩. হদ্‌খাঁয়—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে।

ভদরভং ঘর[১]

ধম্‌সা বন্‌হাঁয় দে, একটা মাদ্যল্‌ কিনেঁ দে,
আর গাঁউলি[২] এক-দু কলি, ঝুম্যুর শিখায়ঁ দে।
হামি গাহিইব, বাজাব--
মইচ্ছা[৩] পড়া জীবনটাকে বেদম পাজাব[৪]।

টাট্‌কা খর্‌হা ভখে মরা দেখুত্‌ আকালে
অখাড়ে[৫] কি জাহান দিব, এতই সকালে?
বাঁইচ্‌তে জানি, ছাইচ্‌তে জানি, টাঁইড়ের[৬] মুখা ঘাস
দাম্‌ড়া দয়াঁয়ঁ[৭] চইষতে জানি, এক বিঘা ভাগচাষ।

ধম্‌সা বন্‌হাঁয় দে, একটা মান্দল্‌ কিনেঁ দে
আঁধার রাইতে বাঁধনা গাহিইতে হাম্‌কে শিখাঁয় দে,
হামি বাঁইচব, বাঁচাব-
লাচ্‌নী বহু বেহুলাকে দহরা[৮] লাচাব।

পড়িয়্যা পতিত কাটেঁ্য ঝুটেঁ্য বুইন্‌ব বড়্‌হনা ধান
ভুহুর ভুণ্ড্যার[৯] ভদরভং ঘর চ্যারপাশে সমান
হামি জাইগ্‌ব, জাগাব—
গতর খাটায়ঁ ঘর-সংসার লিজেই সাজাব।

১. ভদরভং ঘর—হাওয়া এবং বৃষ্টি প্রবেশ করে এমন ছিদ্রযুক্ত ঘর।
২. গাঁউলি—গ্রাম্য।
৩. মইচ্ছা—শ্যাওলা।
৪. বেদম পাজাব—অত্যন্ত শানিত ক'রে তুলব।
৫. অখাড়ে—অকারণে।
৬. টাঁইড়ের—মাঠের।
৭. দামড়া দয়াঁয়ঁ—দামড়া গরু, দমন ক'রে।
৮. দহরা—পুনরায়।
৯. ভুহুর ভুণ্ড্যার—অকর্মার।

ঠিক্ থাক্ল্যেএ

ঠিক্ থাইকল্যে, ঠিকেই তাল্
মাম্বল্টা বাজাব,
ধম্কালে ভায়, আড়ে থাড়ে[1]
ধম্সা গুড়্যেএ[2] দিব !
বাপের বেটা বঠি—
টাঙি উঁচায় বাচ্যেএ থাইক্‌ব
যদ্দিন বাঁচ্যেএ আছি।
দিনে দিনে বুড়ায় যাছি—
শুন্‌রে সক্যল্ ছানা,
হামার পুন্না হাথ্যার গিলা
চাঁড়ে চাঁড়ে[3] শানা[4] !
চ্যারপাশে তর শক্র আছে
বন্ধু কুথায় পাবি ?
ভুলায় নিয়েঁ লিবেক্
ভিথর ঘরের চাভি।
দেখ্যেএ দেখ্যেএ হামার চইখে
পইড়্ছে এখন ছানি !
কানা কে চাঁদ দেখ্যাস্ না আর—
বাহির-ভিথর জানি !
নিজের ছানা, পরের ছানা,
সব ছানাকেই বলি—
ধুলেউ আঙরা ধবুঅ নায়ঁ হয়
বাড়ে বেদম কালি !!

১. আড়ে থা'ড়—বেতালে।
২. গুড়্যেএ—পিটিয়ে। ধম্সা গুড়্যা—ধম্সা পিটিয়ে বাজানো
৩. চাঁড়ে চাঁড়ে—তাড়াতাড়ি। ৪. শানা—শান দাও

উইচ্ছন্যা ছড়া[১]

কচ্ড়া কুচ্হান[২] সিরায়ঁ[৩] গেল
খুখ্ড়া-ডাকা ভউরে
বন-বাদাড় সউব্ উজ্যড়[৪] হল্যঅ
বাঁর ভুতের জউরে[৫] ।

পুন্না গাছের ছানাপনা
হারায়ঁ গেল বনে
শাল-মহুলের আঁটকুড়া নাম
হল্যই এতদিনে ।

ফুঁকায়ঁ কাঁদে কুড়্চি বুদা[৬]
কুচ্হ্যার পাশার[৭] ঘায়ে
ধ-মুর্‌গার শিকড় ছিঁড়ে
চল্লা চেঁচায় ভয়ে ।

জঙ্গল দেশ জংলী মানুষ
হারায়ঁ সিরায়ঁ গেল
লধা পাড়ার ভুগ্ড়া[৮] ঘরে
বিজলী বাতি আল্যঅ ।

গাঁয়ের দুখে শহর কাঁদে
কাছিম ছানার শকে
পিত্থিমিটার ফুল বাপ্রা
ঘুমায় ফুলের বুকে ।

এত সাধের বুনা বিলে
ফুইট্‌ল বেদম ঝড়া
কচ্ড়া হিলান হিলায়ঁ দেন
গর‍্যাল্ গাছের গড়া ॥

১ উইচ্ছন্যা ছড়া—উচ্ছনে যাওয়া ছড়া ।
২. কচ্ড়া কুচ্হান—মহুয়ার ফল কুড়োনো ।
৩ সিরায়ঁ—শেষ হয়ে, ফুরিয়ে ।
৪. উজ্যড়—উজাড় ।
৫. জউরে—জোরে, শক্তিতে ।
৬. কুড়্চি বুদা—কুড়চি গাছের ঝোপ ।
৭. কুচ্হ্যার পাশা—কুড়্লের ঘায়ে ।
৮. ভুগ্ড়া—ছিটে বেড়া ।

তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না তা-না,
তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না-রে !
চ্যইখ্ থাকৃত্যেউ দেখ্ত্যেএ পায় না—কানা-রে !

লেখা-পড়্হা শিখ্যেঁএ ছুঁড়া, দেশের কি লাভ হল্যঅ রে !
যে যার লিজের ঘর্-ঘাট্ গুছায়ঁ লিল রে !

তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না তা-না,
তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না-রে !
পেটে নায়ঁ ভাত !   পর্হা ছিঁড়া টেনা রে !
উপর কুল্হি,[১]—নামঅ[২] কুল্হি, গটাই বুলেঁ্যএ আল্হি রে
ধার-হাউলাত্ কুথাউ নায়ঁ যে পাল্হি রে !

বাঁধনা-মকর[৩] পিঠা-লাঠা, ভাল-মন্দ খাল্হি রে !
পরব গেলে শুখ্না উপাস দিল্হি রে !

তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না তা-না,
তাঁ-হাঁ-রে—তা-না-না-রে !
চ্যইখ্ থাকৃত্যেউ দেখ্তেএ পায় না—কানা-রে !!

১. কুল্হি—গাঁয়ের রাস্তা।
২. নামঅ—নীচু।
৩. বাঁধনা-মকর—ঝাড়খণ্ডী মানুষের তথা ঝাড়খণ্ডী সংস্কৃতির সবচেয়ে আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব।

ভাদরিয়া ঝুমুর[1]

১

বল্ মা গো, মা হঁয়েঁ তুই সহ্‌বি-কেমন কর‍্যেঁ ?
তর্ নিজের ছানা কাছ্যাড়, খাছে পরেরি দুয়ারে।

পেটে নাঁয় যার দানাপানি—
সে কি বইল্‌বেক ঝুম্যুর শুনি ?
গিয়ান হারায়ঁ জুঁঠা[2] খাছে মানুষে কুকুরে।

ভখে শুখাঁয় গেছে নাড়ি—
বুঢ়ায় গেল জুআন্ বহ্‌ড়ি—
মহুল্ সিঝা,[3] জইনহ্যার্ গুঁড়ি নাঁয়খ কিছুই ঘরে

যার্‌হা বইল্‌ছে—'খর্‌হা-খর্‌হা'—
অর্‌হা কি ভায় ভখে মরা ?
রাইতে-দিনে উপাস্ করা—আকাল্‌ বছরে।

২

মলভুঁয়ে[4] মাণ্ডল্‌ বাইজ্‌ল—
ধলভুঁয়ে ধুল্যাট্ হ'ল্যঅ—
বাঁশবনে ডম্ হ'ল্যঅ কানা,—মরি হায়রে হায়,—
রাগে জইল্‌ছে জাম্‌বনি-থানা।

বিনপুরের বনে ঝাইড়ে—
জইল্‌ছে আঁগুন আড়ে খাড়ে—
দলকাঁয় দিছে জনম্ মাটি পহিল্‌ বেটাছানা।

১. ভাদরিয়া ঝুম্যুর—ভাদ্র মাসে ঝুমুর গাওয়া হয় তাকে ভাদরিয়া ঝুম্যুর বলে।
২ জুঁঠা—উচ্ছিষ্ট।
৩ সিঝা—সিদ্ধ।
৪ মলভুঁয়—মল্লভূমি।

মুখে মাখেঁ্য চুনকালি—
দেশ ছাড়েঁ্য বিদেশে আ'লি—
লংকাপুড়া কুথায় ছিলি—সউবেই আছে জানা।
দেশের মানুষ মাইন্‌বেক্ ন্াঁয় আর থানা।
মরি হায়রে হায়, হুকুড় গড়ুম্ তাঁ-হাঁ-রে তা-না-না।

৩

জল্ ভরা মেঘ—আহা কাজল্ পর্‌হা রাণী,
হামার ঘরে বাদল, বাহিরে্য বাদল—
ভাতের টানাটানি—হায়রে, মন কাঁদঅ অকারণে
মন ভাবঅ অকারণে।
সে ত' ভাবের পরশমণি।

তলা গুঢ়ায়ঁ[১] টাইন্‌ছি তলা—
আইড়্ ধইর্‌তে[২] হয় আড়বেলা[৩]—
হামার ঘরে জ্বালা, বাহিরে্য জ্বালা,—
টাইন্‌ছি কল্‌হুর্ ঘানি।

টাটায় ছিলি গেঙের কুলি
চাস্ কইর্‌তে ভায় গাঁয়ে আ'লি।
হামার বঁহু টিপ্‌ছে[৪] খালাখালি[৫]—হামি ত' জাল বুনি।

ভুল্ কর্যেঁছি ভাদর্ মাসে—
পিরিত্ করি পাকা পুষে—
আঁগুন লুকাঁয় ছিল তুঁষে—হামি ত' ন্াঁয় জানি।

১. তলা গুঢ়ায়ঁ—চারাধানের ক্ষেতে।
২. আইড়্ ধইর্‌তে—আইল মেরামত করাকে বলে আইড়্ ধরা।
৩. হয় আড়বেলা—দ্বিপ্রহর গড়িয়ে যায়।
৪. টিপ্‌ছে—সেলাই করছে।
৫. খালাখালি—শালপাতার থালা ও বাটি।

দরবারী ঝুমুর

আইস্‌ছে যাছে মানুষ গিলা—
ভটের বাজার লোটের খেলা—
ঢেম্‌না[1] গুরুর ঢেম্‌না চেলা
জল্‌দি যা বাহিরাঁয়—
হামকে কি হবেক্‌ শিখাঁয়—
হামকে কি হবেক্‌ বুঝাঁয়—
দেশী খুখ্‌ড়া[2] বিলাতি ডাক—ডাইক্‌তে পারব নাঁয়।

মাটি মায়েঁর চইখের জল—
ফুরাঁয় গেল বন জঙ্গল—
কেঁদ্‌ পাকা আর ভুঁড়্যর ফল একটাও পাওয়া দায়।

বন কুঁদ্‌রি আর কাড়্‌হান্‌ ছাতু—
একদিন কুড়্‌হাঁয় আইন্‌থঅ লধা ফাতু—
মহুলবনি গাঁয়ে একটাও মহুল গাছ নাঁয় ভায়।

১. ঢেম্‌না—শয়তান নির্বিষ ঢেম্‌না সাপের প্রতীক।
২. খুখড়া—মোরগ।

৪
ঢেম্না মঙ্গল

ঢেম্‌না মঙ্গল

ঢেম্‌না[১] ডাঁঢ়া ডাঁঢ়ারে
খরিসের[২] লেখেন
পেল্‌কু[৩] ঢেম্‌না তর্‌ মাথায় যে
লাঁথ্যায়[৪] দিছে বেঙ।
(হায়রে) ঢেম্‌নীর সঁখে রঁগে রঁগে
টিল্‌হায় বাঁধ্‌লিস্‌ ঘর
খল্যাস্‌ ছাঢ়া চিকন অ ঢেম্‌নার
খর্‌খস্যা[৫] গতর।
গাঢ়া-ঢঢ়ায়[৬] লুকায়ঁ বুলিস্‌
ঢেম্‌না নেঁকা চদা
লাগ্যাল্‌ পালে চামড়া ছুল্যেঞ
লিবেক চামটু লধা।
ঢেম্‌না পালা, পালারে
চাঁড়ে চাঁড়ে[৭] পালা
গাঢ়া-ঢঢ়া হাঁথ্যাঞ ইবুলছে
কুথায় ঢেম্‌না শালা।
(হায় হায়) হাঁসা ঢেম্‌নীর ভালবাসা
পরপুরুষের সঁঘে
লিলজ[৮] ঢেম্‌না ফঁস্‌ ফঁসাছিস্‌
ডরে ল কি রাগে ?

১. ঢেম্‌না—ঢেমনা সাপ।
২. খরিস—বিষাক্ত কেউটে সাপ।
৩. পেল্‌কু—ভীরু।
৪. লাঁথ্যায়—লাথি মেরে।
৫. খর্‌খস্যা—অমসৃণ।
৬. গাঢ়া ঢঢ়া—খানা ডোবা।
৭. চাঁড়ে চাঁড়ে—তাড়াতাড়ি।
৮. লিলজ—নির্লজ্জ।

ঢেম্‌না পালা, পালারে
বাহ্যুল[1] হয়্যেঁ যা
কাঠবাপ[2] বল্যেঞ ডাইক্‌ছে তকে
লকের হাথের ছা।
এতদিন যে লুকাঞ ছিল্‌হিস্‌
গাঁয়ের ঝপে-ঝাড়ে
বল্‌ ন কেনে পালাঞ আলিস্‌
চক্‌ চক্যা শহরে
(হায়রে) কাঁথ গাড়াটায়[3] ঝিম্যাঞ ঝিম্যাঞ
স্বোপনায়ঁ ছিল্‌হিস্‌ কত
শহর আস্যেঞ ভুল্যেঞ গেলিস্‌
গাঁয়ের কথা যত।
ঢেম্‌না রে তর্‌ ঢেম্‌নামিটা
বুইঝ্‌ল দেশের লকে
বিষ নাঞখে যার কি হবেক আর
কামড়ালে হামাকে।
ছেরকু[4] লহি ঝুম্যুর গাহি
ছুহারিদের সঁঘে
ধম্‌কালে তর কমর ভাঁগোঞ
দিবঅ একেই ডাঁগে।
য্যাস্‌না ঢেম্‌না র‍্যাত্‌কানা
ঢেম্‌নি খুঁইঝ্‌তে র‍্যাতে
লাটায়[5] কাঁটায় লট্‌পটাবিস্‌
অড়্‌-পাত্‌লা পীরিতে।

১. বাহ্যুল—ব্যাকুল, বাউল।
২. কাঠবাপ—সৎবাবা।
৩. কাঁথ গাড়া—মাটির দেওয়াল তৈরী করার জন্য যে গর্ত থেকে মাটি তোলা হয়
৪. ছেরকু—অকর্মণ্য।
৫. লাটায়—ঝোপের।

ঢেম্‌না, য্যাস্‌না, য্যাস্‌না,
নিশা রাইতের বেলা
বনুআ[১] নেলে[২] রগ্‌দাঞ[৩] মাইর্‌বেক্‌
বুঝ্‌বিস্‌ তেখন ঠেল্‌হা।
বুদা গড়ায়[৪] ফুস্তর ফাস্তর
আচ্‌কা কাছড়া মাড়া[৫]
নিয়াঁয় লাগ্যেঞ ঠেং-হাথ ভাগোঞ
মর্‌বিস্‌ বেধ্যামড়া[৬]।
ঢেম্‌না রে তর্‌ লইড়্‌তে চইড়্‌তে
কতখন যে লাগে
যৈবন জ্বালায় জ্বইল্‌তে জ্বইল্‌তে
ঢেম্‌নি পালায় রাগে।
মিঠা কথায় চিড়া ভিজাঞ
ভুইল্‌বেক কি রে মায়্যাঁ[৭]
বিষ্টু তেজ তর্‌ নাঞ খে যেখন
কেনে কর্‌লিস্‌ বিহা।
পেটাঞ পেটাঞ ঢঢ্‌রআ[৮] ঢেম্‌নার
হল্যঅ যে পেট দুখা[৯]
ঢেম্‌নি ডঁগ্‌রে[১০] ড্যাহি-ডুংগ্‌রি
ঢেম্‌না গাঢ়া-রাখা[১১]।

১. বনুআ—বুনো।
২. নেলে—নেউল।
৩. রগ্‌দাঞ—তাড়া করে।
৪ বুদা গড়ায়—ঝোপের কোলে।
৫. কাছড়া মাড়া—লড়াই। আছড়া আছড়ি।
৬. বেধ্যামড়া—বেজন্মা।
৭. মায়্যাঁ—মেয়ে, মহিলা।
৮. ঢঢ্‌রআ—নিষ্কর্মা বৃদ্ধ (গালাগাল)।
৯. দুখা—ব্যাথা।
১০. ডঁগ্‌রে—অকারণে ঘুরে বেড়ায়।
১১. গাঢ়া-রাখা—গর্তের পাহারাদার।

দেইখ্‌ছি টাট্‌কা কলিকাল—
দমে দামে বিকাছেরে—
চিকনঅ[১] ঢেম্‌নার ছাল[২]
লধা[৩] দেইখ্‌লে পালায় ঢেম্‌না
ডরে ঢেঁক্যুর উঠে
বন-জঙ্গলে খালে-বিলে
জাহান লিএঃ ছুটে।
ঢেম্‌নায় ঢেম্‌নির খর্‌হাকি[৪] দেয়
তবু ছাড়াছাড়ি
ঢেম্‌না বাঁচ্যেএঃ রহিইতে রহিইতে
ঢেম্‌নি হল্যঅ রাঁড়ি[৫]।
কি বইল্‌ব আর লাজের কথা
বইল্‌তে ছ্যাথি ফাটে
হায়রে ঢেম্‌না নিসন্তান্যা—
হাঁড়ি ভঁইগ্‌ছিস্‌ হাঠে।
ঢেম্‌নি কাঁদিস্‌না লো কাঁদিস্‌না
খরিশ সাপের কিরা[৬]
আইস্‌ছে হাঠে কিন্যেএঃ দিবঅ
খঁপার রূপার তারা।
নদী পারে রাস্তার ধারে
ঢেম্‌নার সঁঘে দেখা

১. চিকনঅ—মসৃণ।
২. ছাল—চামড়া।
৩. লধা—লোধা উপজাতি।
৪. খর্‌হাকি—খোরাকি।
৫. রাঁড়ি—বিধবা।
৬. কিরা—দোহাই।

বইল্‌ল ঢেম্‌নি রিঁগ্যায় দিলঅ[১]

হামি এক-বকা।

ঢেম্‌না ডাঁঢ়া, ডাঁঢ়ারে

মাথা উঁচাঞ ডাঁঢ়া

তকে দেখ্যেঞ দাঁতে কাঠি দিয়্যেঞ

হাঁইস্‌ছে ঢঁঢ়া[২]।

জ্যাত সাপ গিলা ভেঁগাছে রে—

হিঝ্‌ঢ়া হলিস্‌ দেশে

হল্যাদদ্‌-ডরা ছিট্‌কা বিট্‌কা

হল্‌হল্যা সাপ[৩] হাঁসে।

সাপের ভাখি গাহছি সাখি[৪]

জয় মা বিষহরি

ঢেম্‌নার কুলে জনম দিলে

ভাত্যেঞ ভাত্যেঞ মরি।

সাপের কুলে জনম দিলে

বিষ দিলে নায়ঁ কেনে

ঢেম্‌না ঢেম্‌নি হিনস্‌থা[৫] হয়

সক্যাল্‌ সাপের ঠিনে।

সাপের ছভি মন্‌সা দেবী,

জয় মা বিষহরি

আঁড়্‌রাঁয় বুইল্‌ছি[৬] আঁঢ়্‌রা কবি

বিষের জ্বালায় মরি।

১. রিঁগ্যায় দিলঅ—পালিয়ে গেল।
২. ঢঁঢ়া—ঢোঁড়া।
৩. হল্‌হল্যা সাপ—হেলে সাপ।
৪. সাখি—সাপ খেলানোর মন্ত্র।
৫. হিনস্থা—হেনস্তা।
৬. আঁড়্‌রাঁয় বুইল্‌ছি—উচ্চ স্বরে কেঁদে বেড়াচ্ছি।

ডাহিন্যে বাঁয়ে ঢেম্‌না লিঞে
সাপের কুড়ে[1] বাসা
গাঢ়ায় ঢড়ায়[2] ফঁস্ ফঁসাছে
ঢেম্‌না বালি হাঁসা।

ডরে ডড়ায় আড়ে থানায়
নাম্‌হায়-উঠায় মাথা
চ‍ঁঢ়ের[3] সঁঘে সাঁঘাত[4] পাতায়[5]
ছি-ছি লাজের কাথা।

পেল্‌কু ঢেম্‌না উজা থানা
সঝা হয়্যেঞ ডাঁঢ়া
বাঁড়্যা[6] দেহরি[7] কইর্‌বেক পূজা
বুঢ়ার লাতিছুঁঢ়া।

ঢেম্‌না খুঁঝ্‌ছে ঢেম্‌নিকে
(আর) ঢেম্‌নি খুঁঝে ঢেম্‌না
ঢেম্‌না ঢেম্‌নির 'ইহা' হছে
বাইজছে বিহার বাজনা।

ঢেম্‌নি হছে টহল্ বিক্যল্
লৈতন যৈবন-জ্বরে
জড়্লাইগ্তে[8] কি খরিস সাপে
ডাইক্‌ছে ঠারে-ঠুরে।

---

১. কুড়ে—গাদায়।
২. গাঢ়ায় ঢড়ায়—খানা ডোবায়।
৩. চ‍ঁঢ়ের—ঢোঁড়ার।
৪. সাঁঘাত—বন্ধুত্ব।
৫. পাতায়—বন্ধুত্ব স্থাপন করে।
৬. বাঁড়্যা—বেঁটে, লেজ কাটা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
৭. দেহরি—পূজারী।
৮. জড়্লাইগ্তে—জোড়া লাগতে। মৈথুন করতে।

ঢেমনা রে তর্ লসিব খারাপ
নিজের মানুষ পর
বিহার বহু পালায়ঁ গেল
দহরা সাঁঘা কর্[1] ।

লুপুং[2] ঢেম্না মঁায়্যা মুঁহা—
বিহা কর্লিস্ কেনে
মঁায়্যার জীবন মাটি হল্যঅ—
মাহিচ্যা[3] লকের ঠিনে ।

খরিস্ সাপের ঢেম্নি ভুলাঞ
হল্যঅ পগ্যার[4] পার
বিষদাঁত নায়ঁ খে চিকনঅ ঢেম্নার
ফঁস্ফঁসানি সার ।

ঢেম্নার ঢং দেখ্যেঞ
লাজায়ঁ মরি গো—
ডিস্কো বাজনার তালে লাচে 'রক্ এ্যাণ্ড রোলে'
লকে বলে, বলিহারি গো—

দেশী ঢেম্না বিলাতী হয়
বিলাতী হয় দেশী
হায়রে ঢেম্না বার বনিয়্যা[5]—
জনম দিন লে খাসি ।

লেংটা লাচে, লাচেরে—
লিলজ লেংটা লাচ

১. দহরা সাঁঘা কর্—দ্বিতীয়বার বিবাহ করা।
২. লুপুং—নপুংসক।
৩. মাহিচ্যা—মহিলাসুলভ।
৪. পগ্যার—সীমানা।
৫. বার বনিয়্যা—বার (বিচিত্র) বর্ণের।

ঢেম্‌না মঙ্গ্যল চইদ্দ মাণ্ডল
মাইর্‌ছে লেঁজের ছ্যাট্‌।
কলির আখ্‌ড়া আখ্‌ড়ায় কাড়া
বাগালে গায় গান
ঢেম্‌না মঙ্গল গায় গাঁয়ের দল
খাল চঢ়ায় ভাসান
উঠায়ঁ বারি বল হরি
হরি বল এই ঠিনে
শেষের সম্ব্যল লটা-কম্ব্যল
উঠালি শেষ দিনে।